খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার
রেভারেন্ড ড. তপন রায়
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি
রেভারেন্ড রোয়েল মজুমদার
নাসরিন আহমেদ
সুইটি বৃজেট গোমেজ
শিউলী ক্লারা রোজারিও
মোঃ ইকরামুজ্জামান খান
মোঃ দুলাল মিঞা ভূঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
সুবীর মণ্ডল

চিত্রণ
কামরুন নাহার ময়না

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি ও পবিত্র বাইবেল অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

তোমার জন্যে কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমাকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে স্বাগত জানাই! তোমাকে জানাই, এই বইটা একটু নতুন আঙ্গিকে লেখা হয়েছে যার ধারণা তুমি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পেয়েছো। এই বইটা "অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন" বা ইংরেজিতে "Experiential Learning" (উচ্চারণ হবে এভাবে: "এক্সপেরিয়েনশিয়াল লার্নিং")। এই নতুন ধরনের শিক্ষা তোমাকে কিছু অভিজ্ঞতা বা মজার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ এই নতুন ধরনের শিক্ষাটি বিশ্বাস করে আমরা কোনো কিছু আনন্দ নিয়ে করি, "প্রকৃত শিক্ষা" লাভ করি। "প্রকৃত শিক্ষা" আমাদের শুধু দক্ষ মানুষই তৈরি করে না, একজন ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার সক্ষমতাও দেয়। যীশু আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। তিনি তোমাকে যেমন ভালোবাসেন তেমনি তিনি তাঁর সৃষ্ট সকল মানুষ এবং সৃষ্টিকেও ভালোবাসেন। যীশু আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি। তাই সকল মানুষ ও সৃষ্টিকে ভালোবাসা এবং সকলের সাথে মিলেমিশে ঐক্য ও শান্তিতে বাস করা আমাদের কর্তব্য। এসো আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি এবং সকল মানুষ ও সৃষ্টির যত্ন নেই।

কীভাবে এই বইটা পড়বে

এই বইটা পড়া সহজ কিন্তু! এই বই তোমাকে যীশুর জীবনের গল্প বলবে; অনেক অনেক মজার কাজ করতে বলবে। শিক্ষক তোমাকে এবং তোমার সহপাঠীদের বেড়াতে নিয়ে গেলে তোমাকে কী করতে হবে তা বলবেন; মাঝে মাঝে মা-বাবা/অভিভাবক বা আত্মীয়ের সাথে এবং প্রতিবেশীর সাথে আলোচনা করতে বলবেন- সব মিলিয়ে এই বইটায় কোনো পাঠ ১, পাঠ ২ নেই, অনুশীলনী নেই, কোনো বহুনির্বাচনি - বর্ণনামূলক প্রশ্নও নেই। কি? বলেছিলাম না, এই বইটা পড়া কিন্তু সহজ!

শ্রেণিকার্যক্রম ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক সহায়িকা নামে তোমার শিক্ষকের কাছেও একটা বই আছে। তিনি তোমাদের কীভাবে এই নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবেন এই বইটিতে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। তোমার পাঠ্যপুস্তকটি কিন্তু তোমার শিক্ষকের কাছে নেই। এই পাঠ্যপুস্তকে 'অধ্যায়' বা 'পাঠ' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি। পাঠ্যপুস্তকটি তোমাকে তিনটি যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবে। এই তিনটি যোগ্যতা তোমাকে তিনটি 'অঞ্জলি' দিয়ে জানানো হচ্ছে: যেমন 'অঞ্জলি ১', 'অঞ্জলি ২' ও 'অঞ্জলি ৩'। তোমাকে বলে রাখি, অঞ্জলি মানে দুই হাত একসাথে করে রাখা (দেখো, একটা ছবি দেওয়া আছে), যেমনটি আমরা করি কোনো কিছু নেওয়া বা দেওয়ার সময়। আর 'অঞ্জলি' মানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য, উপহার, দান, অর্পণ ও উৎসর্গ করা। আমরা আমাদের 'অঞ্জলি' বা দুই হাত একসাথে ঊর্ধ্বে তুলে নিজের নৈবেদ্য ঈশ্বরের নিকট অর্পণ করি। আমাদের জ্ঞানার্জন সবই যেন ঈশ্বরের গৌরব ও অন্যের মঙ্গলার্থে নিবেদিত হয়।

প্রতিটি অঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত পাঠগুলোর নাম হলো 'উপহার'। তোমার শিক্ষক তোমাকে এই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত কিছু কাজ করতে বলবেন। তখন তিনি পৃষ্ঠা নম্বর বা 'অঞ্জলি' কতো তা জানালে সে অনুযায়ী তুমি সেই উপহারটি খুঁজে বের করবে। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশেষ শব্দগুলোর যে বানান তুমি দেখতে পাবে তার ভিন্ন কিছুরূপ হয়তো তুমি অন্য বই বা কোথাও দেখতে পারো। সে রূপগুলো যাতে তুমি সহজে বুঝতে পারো তাই এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বানানের একটি তালিকা পাঠ্যপুস্তকটির শেষে দেওয়া আছে।

তোমার জন্য অনেক শুভকামনা।

সূচিপত্র

অঞ্জলি ১		
উপহার ১	ফিল্ড ট্রিপ	২
উপহার ২	পোস্টার উপস্থাপন	৩
উপহার ৩	খেলা ও অভিনয়	৪
উপহার ৪-৫	যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু	৫
উপহার ৬	এসো মুভি দেখি	১১
উপহার ৭	মুক্ত আলোচনা	১২
উপহার ৮-৯	যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সেবা	১৩
উপহার ১০	ভিডিও দেখি	১৪
উপহার ১১-১২	ভূমিকাভিনয়	১৫
উপহার ১৩-১৪	ছবি আঁকি	১৭
উপহার ১৫	যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান	১৮
উপহার ১৬	যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ	২১
উপহার ১৭	যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন	২৪
উপহার ১৮	খেলার মাধ্যমে কুইজের উত্তর দেবো	২৭
উপহার ১৯	প্রতিবেদন উপস্থাপন	২৮
অঞ্জলি ২		
উপহার ২০	অন্যকে জানি	৩০
উপহার ২১	এসো নিজেকে জানি	৩২
উপহার ২২	নিজের গুণ অন্যকে বলি	৩৪
উপহার ২৩-২৫	পরনিন্দা পরিহার করবো	৩৫
উপহার ২৬-২৮	পরনিন্দা পরিহার করার উপায়	৩৯
উপহার ২৯	একটি গল্প শোনো	৪২
উপহার ৩০	ফুলের পাপড়িতে নিজের গুণ সাজাও	৪৪
উপহার ৩১-৩২	সহনশীলতা ও শত্রুকে ক্ষমা করা	৪৬
উপহার ৩৩-৩৪	মিলেমিশে থাকা	৫২
উপহার ৩৫-৩৬	মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করো	৫৫
উপহার ৩৭-৩৮	ভূমিকাভিনয়	৫৭
অঞ্জলি ৩		
উপহার ৩৯	সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রস্তুতি	৬০
উপহার ৪০-৪১	পরিদর্শনে যাওয়া	৬১
উপহার ৪২-৪৩	পরিদর্শন কাজের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	৬২
উপহার ৪৪	পবিত্র বাইবেলে সুস্থতা লাভের ঘটনা	৬৩
উপহার ৪৫	চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল	৬৬
উপহার ৪৬	খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র	৬৮
উপহার ৪৭-৪৮	উপস্থাপনের তথ্যবিবরণী	৭২
উপহার ৪৯	ছবিতে উৎসব	৭৩
উপহার ৫০-৫১	দলগত কাজ	৭৭
উপহার ৫২	বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সহাবস্থান	৭৮
উপহার ৫৩	সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি	৭৯
উপহার ৫৪	মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা	৮১
উপহার ৫৫-৫৬	সম্প্রীতি মেলা	৮৫

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা ৮৭

অঞ্জলি ১

প্রিয় শিক্ষার্থী,

এই ‘অঞ্জলি’ চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যাবেন; ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতার আলোকে পারস্পরিক ও দলগতভাবে আলোচনার সুযোগ পাবে; ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমরা নতুন কাজ ও বিষয়বস্তু জানারও সুযোগ পাবে। তুমি যীশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পুনরাগমন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। তুমি এই ঘটনাগুলোর চলচ্চিত্র/ভিডিও অথবা স্থিরচিত্র দেখবে। এছাড়াও অভিনয় করে, ছবি এঁকে এবং তথ্য সংগ্রহ করে বাইবেলের ঘটনা থেকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে। আর এভাবে তোমরা খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানবে। এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারবে।

উপহার ১

ফিল্ড ট্রিপ

এই ‘অঞ্জলি’র অংশ হিসেবে শিক্ষক তোমার সহপাঠীদের সাথে তোমাকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোথাও ফিল্ড ট্রিপে যেতে পারেন। ফিল্ড ট্রিপের স্থান, সময়, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিষয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে আগেই ভালোভাবে বুঝে নিবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে ফিল্ড ট্রিপে যেতে তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের অনুমতি নিতে কিন্তু ভুলবে না।

ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে ঘুরে ঘুরে চারপাশ এবং সব মানুষকে দেখবে। শিক্ষক যা নির্দেশনা দেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করলে তোমার উত্তর জানা থাকলে উত্তর দিতে পারো। আর তোমার মনে কোনো প্রশ্ন আসলে তুমি তা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। পূর্বের শ্রেণিগুলোতেও তোমাদের এভাবে প্রশ্ন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তুমি শিক্ষককে নিঃসংকোচে তা জিজ্ঞেস করতে পারো।

শিক্ষক যদি তোমাদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যান তবে নিজের এবং পাশের বন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করো ও যত্ন নাও। তোমার উপর তোমার শিক্ষক, তোমার মা-বাবা/অভিভাবক এবং প্রিয় সকল মানুষের আস্থা আছে। যে কাজ তুমি জানো যে ভুল, তা করতে যেয়ো না। ফিল্ড ট্রিপ শেষে সরাসরি ঘরে ফিরে গিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে দেখা করবে যেন তারা দুশ্চিন্তামুক্ত হন।

ফিল্ড ট্রিপে তোমার প্রধান কাজ হলো চারপাশের সবাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করা, সেখানকার পরিবেশ, মানুষ, কর্তৃপক্ষ সকল কিছু ভালোমতো বোঝার চেষ্টা করা। মানুষের পরস্পর কথোপকথন তুমি মনোযোগসহকারে শুনতে চেষ্টা করো। স্থানীয়দের প্রশ্ন করে আরও বেশি কিছু জানার চেষ্টা করো। মনে রেখো, তোমার অনুভূতি, আচরণ ও অংশগ্রহণের উপর তোমার মূল্যায়ন হবে। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উপহার ২

পোস্টার উপস্থাপন

অঞ্জলির এই অংশে ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতার উপর তোমাদের দলগতভাবে আলোচনা করতে হবে। তোমাদের দল থেকে একজন প্রতিনিধি মনোনীত করবে। সে তোমাদের দলের আলোচনা সবার সামনে উপস্থাপন করবে। চেষ্টা করবে তুমি যেন সেই প্রতিনিধি হতে পারো। ভালো কাজের ফল বা পুরস্কারও কিন্তু তোমরা পেতে পারো।

দলগত কাজের নির্দেশনা শিক্ষকের কাছ থেকে মনোযোগসহকারে শুনবে। তিনি দলগতভাবে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন। সেই তালিকায় কী কী বিষয় থাকবে প্রশ্ন করে শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নেবে। তালিকাটি দলের সকলের সাথে আলোচনা করে প্রস্তুত করবে। পরে দলের একজন সে তালিকাটি একটি পোস্টার পেপারে লিখবে এবং দলের প্রতিনিধি সেই পোস্টারটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

উপস্থাপনার নিয়মগুলো ভালোভাবে জেনে নেবে। শিক্ষকের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকা উপস্থাপন করবে। মনে রাখবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমার উপস্থাপনা শেষ করতে হবে। তাই স্পষ্ট ভাষায়, অল্প সময়ে, সঠিক তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে। খেয়াল রাখবে যে, তোমার কথা যারা শুনছে তারা যেনো তোমার কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

যদি একক উপস্থাপন হয়, মানে তুমি একা উপস্থাপন করবে এমন হয়, তবে তোমার নাম ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর দলগত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহপাঠী বা বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে উপস্থাপন করবে।

তোমার সহপাঠী বা বন্ধুদের উপস্থাপনাগুলোও মনোযোগসহকারে শুনবে। তাদের উপস্থাপনায় যে বিষয়গুলো নতুন মনে হবে বা তোমার ভালো লাগবে তা নিচে প্রদত্ত বক্সে লিখে রাখতে পারো।

উপহার ৩

খেলা ও অভিনয়

শিক্ষক তোমাদের একটি খেলা খেলতে বলবেন। কার্ড দিয়ে খেলাটি খেলতে হবে। কার্ডে খেলার বিষয়বস্তু উল্লেখ করা থাকবে। কার্ডে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে তোমাকে একক বা দলে আলোচনা করতে হবে। পরে অভিনয়ের মাধ্যমে তোমার বিষয়টি শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষকের নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমার বিষয়বস্তুটি উপস্থাপনার জন্যে আনন্দসহকারে খেলায় অংশগ্রহণ করো।

কার্ডের মাধ্যমে খেলার বিষয়বস্তু শিক্ষক তোমাকে শ্রেণিতে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলবেন। একদিকে কার্ডের খেলা অন্যদিকে অভিনয়! কী সুন্দর আজকের বিষয়টি, তাই না? কার্ডে উল্লিখিত যে বিষয়বস্তুটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে, একক অভিনয়ের বিষয় হলে তুমি নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আর যদি অভিনয়টি দলগত হয় তবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করো, একটু সময় নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং অভিনয়ের মাধ্যমে সবার সামনে উপস্থাপন করো।

তুমি কোন বিষয়ে এবং কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা ঠিক করে নেবে। তোমার চরিত্রটি অর্থপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে তোমার কী কী করা দরকার মনে মনে সাজিয়ে নেবে।

যদি তুমি কোনো চরিত্রে অভিনয় করার দায়িত্ব পেয়ে থাকো, তবে তোমার চরিত্রের সংলাপগুলো আত্মস্থ করে নেবে। আর যদি নির্বাক চরিত্রে অভিনয়ের দায়িত্ব পেয়ে থাকো, তাহলে মঞ্চে তোমার অবস্থান, অঙ্গভঙ্গি এবং গতিবিধি দলে আলোচনা করে বুঝে নিবে। তোমার অভিনয়ের অনুভূতি বা আচরণের উপর কিন্তু একটি মূল্যায়ন হবে!

তোমরা অন্য সহপাঠীদের কার্ডের বিষয়বস্তুগুলো এবং অভিনয়ের আকর্ষণীয় দিকগুলো নিচে লিখে রাখতে পারো।

উপহার ৪-৫

যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু

প্রিয় শিক্ষার্থী,

এখন চলো খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি এবং মণ্ডলীর শিক্ষাসমূহ একটু জানা যাক। তোমাদের শিক্ষক এই বিষয়গুলো বাইবেল থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যাসহ জানাবেন। কিছু এনিমেশন বা ভিডিও দেখাতে পারেন। একই সাথে কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়গুলো স্পষ্ট করবেন। এই বইয়েও তোমরা বিষয়গুলো চাইলে পড়তে পারো। যখনই কোনো কিছু বুঝতে কষ্ট হবে তোমার মা-বাবা/অভিভাবক বা ভাই/বোন বা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। কোনো ছবি দেখে মনে প্রশ্ন আসলেও জিজ্ঞেস করতে সংকোচ করবে না।

তোমার বাসায় যদি কম্পিউটার বা স্মার্টফোন থাকে তাহলে তার মাধ্যমেও শিক্ষকের দেখানো ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারো। এই সেশন দু'টোতে শিক্ষক তোমাদের কিছু প্রশ্নোত্তর ও ছবি অঙ্কন করার কাজ দিতে পারেন। কাজগুলো গুরুত্বের সাথে করার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে এই কাজের উপর তোমাদের মূল্যায়ন হবে।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রন্থ পবিত্র বাইবেল থেকে এবং পূর্ব জ্ঞান ও বিশ্বাস থেকে আমরা জানি যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বহু যাতনাভোগ করেছেন। গেৎশিমানী বাগানে তাঁর মর্ম বেদনা, গ্রেপ্তার, যুদাসের (যিহুদা) বিশ্বাসঘাতকতা, পিতরের অস্বীকার, প্রভু যীশুর বিচার, মৃতুদণ্ড এবং ক্রুশীয় মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিলো মানব জাতির পরিত্রাণ।

যীশুকে ক্রুশে গেঁথে দেওয়া হল

মথি ২৭:৩২-৩৮

'সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে তারা সামনে দেখতে পেল সাইরিনির একজন লোককে, যার নাম সিমোন। তাকে তারা যীশুর ক্রুশখানি বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করলো। যখন তারা গলগথা অর্থাৎ খুলিতলা ব'লে পরিচিত একটি জায়গায় এসে পৌঁছল, তারা তখন যীশুকে পিত্তি-মেশানো দ্রাক্ষারস খেতে দিলো, কিন্তু একটু চেখে দেখার পর তিনি তা খেতে চাইলেন না। তারা এবার তাকে ক্রুশে গেঁথে দিল। তারপর দান চেলে তাঁর জামাকাপড় তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। তারপর সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলো। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিপিফলকটি তাঁর মাথার ওপর টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা ছিল: 'এই যে ইহুদীরাজ যীশু!' সেই সময় তাঁর সঙ্গে দু'জন দস্যুকেও ক্রুশে দেওয়া হল - একজনকে তাঁর ডান পাশে আর একজনকে বাঁ পাশে।'

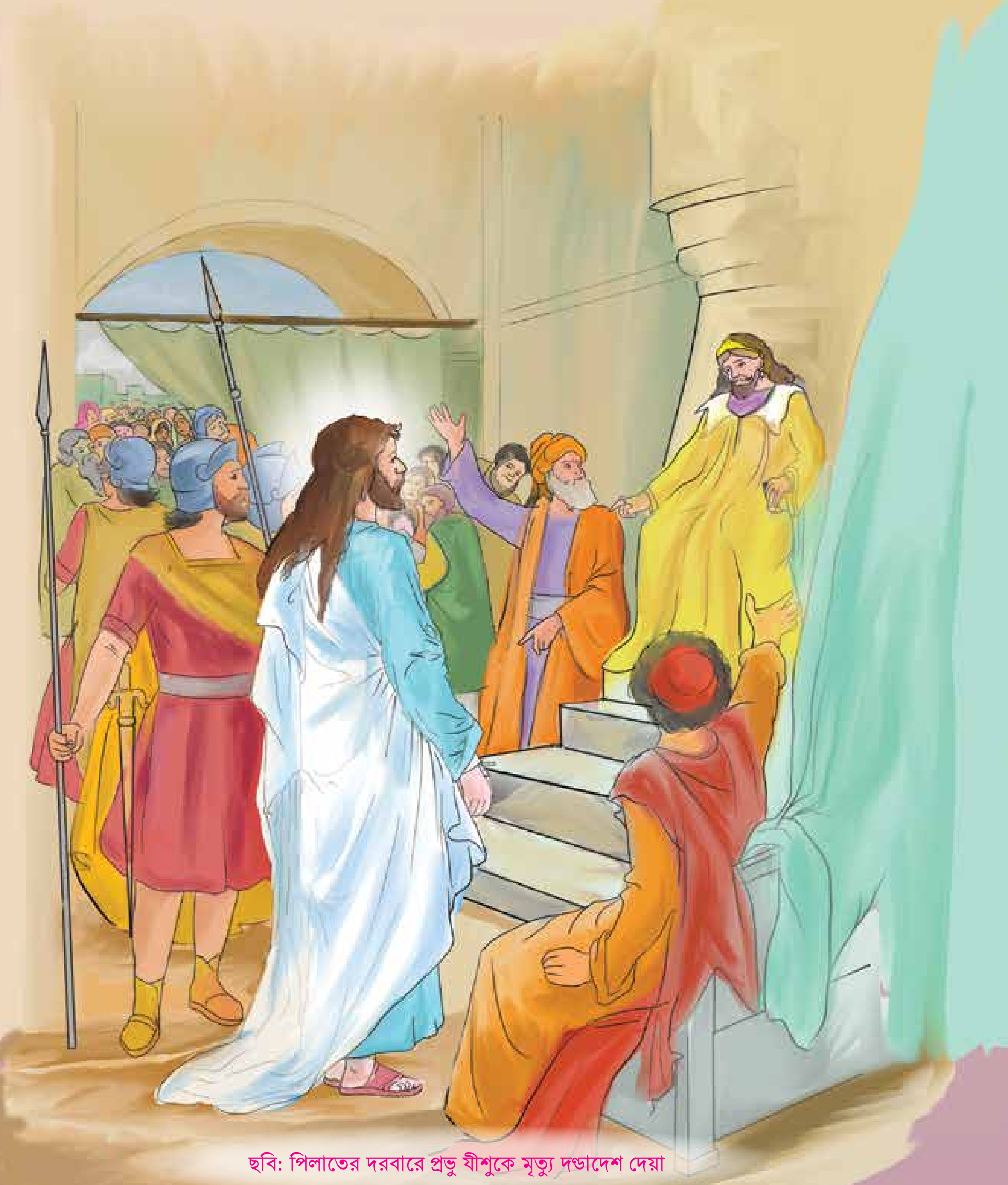

ছবি: পিলাতের দরবারে প্রভু যীশুকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

শিক্ষার্থীরা, তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে জেনেছো যে, যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি পুত্র ঈশ্বর। তিনি মানব জাতিকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্যে এ জগতে এসেছেন। কিন্তু মানুষ এত স্বার্থপর যে, তারা ঈশ্বরপুত্রকে চিনতে পারেনি বরং তাকে ক্রুশে দিয়েছে। তিনি যে বারোজন শিষ্য নিয়ে শিষ্যদল গঠন করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন যার নাম 'যুদাস (যিহুদা)' তিনি যীশুকে গেৎশিমানি বাগানে ধরিয়ে দিয়েছিলো। আরেকজন শিষ্য, যার নাম 'পিতর' তিনি যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন। যে ইহুদীদের মাঝে যীশু এতো আশ্চর্য কাজ করেছেন, তারাই চিৎকার করে যীশুর ক্রুশ মৃত্যুর দাবি জানিয়েছিলো। যীশুর কাঁধে এক ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দিয়ে সৈন্যরা তাকে চাবুক মারতে মারতে কালভেরিতে নিয়ে গিয়েছিল এবং 'খুলিতলা' নামক স্থানে দুইজন দস্যুর মাঝে ক্রুশে টাঙিয়েছিল। যন্ত্রণার এখানেই শেষ নয়, ক্রুশে টাঙিয়ে নিষ্ঠুর সৈন্যগণ তাকে জলের পরিবর্তে সির্কা খেতে দিয়েছিলো, তার জামা-কাপড় সৈন্যরা দান চেলে ভাগ করে নিয়েছিলো। যীশুর কষ্ট হচ্ছে দেখে সাইরিনির 'সিমোন' নামে একজন যীশুভক্ত, যীশুর ক্রুশ বহনে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

যীশুর শিষ্যগণ পালিয়ে গেলেও তার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা থেকেই এই 'সিমোন' যীশুর ক্রুশের পথের সাথী হয়েছিলেন। তাঁর ক্রুশ বহন করার যে কষ্ট সেটার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। যীশুর মর্মবেদনার সমব্যথী হয়েছিলেন। সিমোনের এ উদাহরণ কি তোমাদের কোনো অনুপ্রেরণা দেয় না, সমাজের দুঃখী, দরিদ্র, অভাবী ও অসহায় মানুষের পাশে এভাবে দাঁড়াতে?

আমরা যেন আমাদের মুক্তিদাতাকে তিরস্কার, অবিশ্বাস বা অপমান না করি বরং আমরাও যেনো তার মতো পরিত্রাণকারী, দয়ালু, ক্ষমাশীল ও সেবার মানুষ হতে পারি। সিমোন যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমরাও যেনো যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতি বিদ্রূপ ও অপমান

মথি ২৭:৩৯-৪৪

'যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাঁকে যা-তা ব'লে অপমান করতে লাগলো; মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল: "মহামন্দির ভেঙে ফেলে তুই নাকি তিন দিনের মধ্যেই আবার তা গড়ে তুলতে পারিস! বেশ তো, তুই যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হোস, এখন তাহলে নিজেকে বাঁচা, ক্রুশ থেকে নেমে আয়।" প্রধান যাজকেরাও শাস্ত্রী ও প্রবীণদের সঙ্গে একইভাবে উপহাস করে বলছিলেন: "ও অপরকে বাঁচিয়েছে, অথচ নিজেকে বাঁচাতে পারছে না! ও নাকি ইস্রায়েলের রাজা! দেখি, ও এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলেই ওকে আমরা বিশ্বাস করব। ও তো ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখেছে! তা ঈশ্বর যদি সত্যিই ওর জন্যে ভাবেন, তাহলে তিনিই এখন ওকে উদ্ধার করুন। ও তো বলেছেই: 'আমি ঈশ্বরের পুত্র!'" এমন কি, যে – দু'জন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেই একইভাবে তাঁকে বিশ্রী ভাষায় টিটকিরি দিচ্ছিল।'

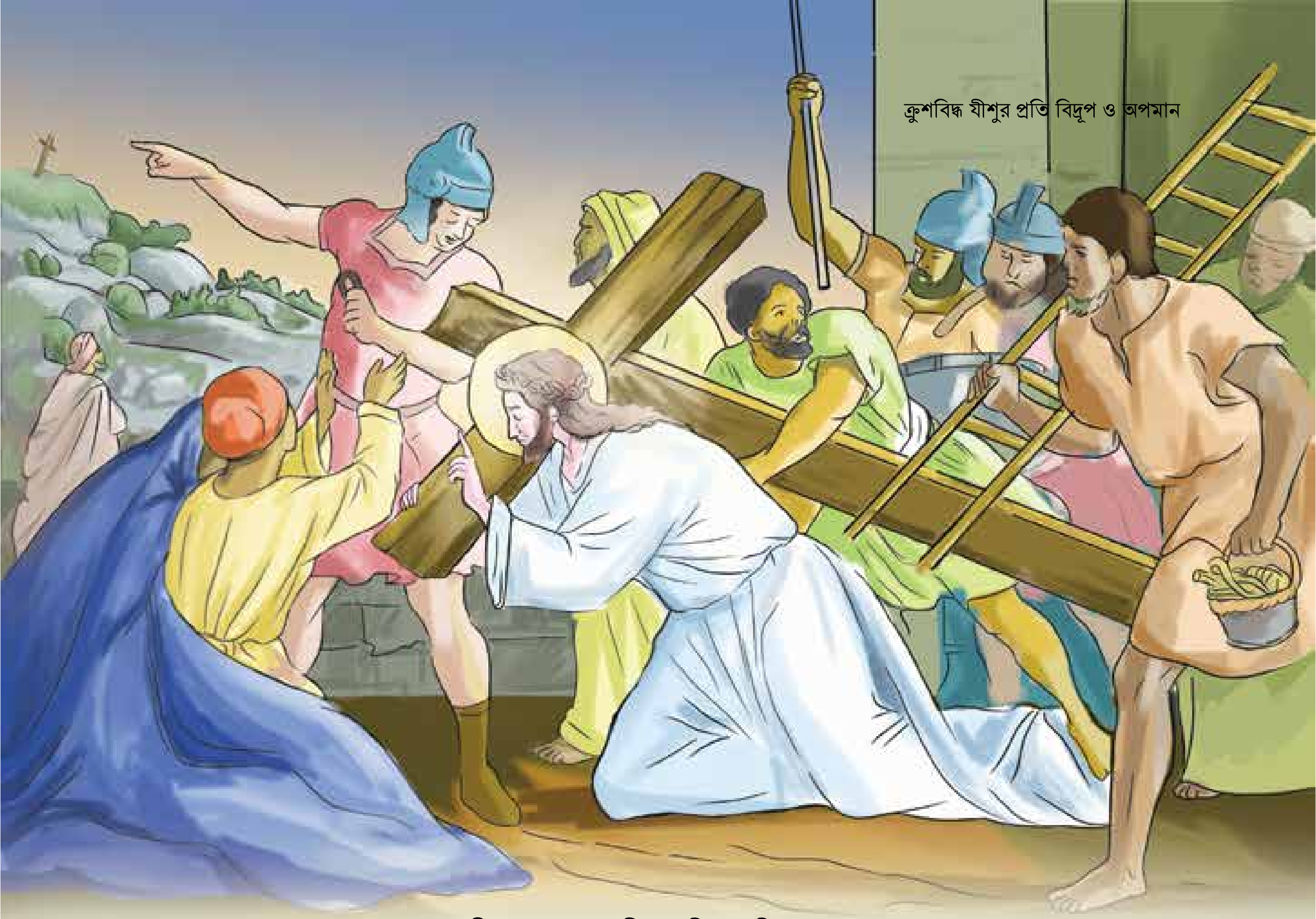

ছবি: ক্রুশের ভারে যীশু মাটিতে লুটিয়ে পড়েন

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বরপুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে টাঙানো হলো। ক্রুশের উপর প্রভু যীশুর কী মর্মযন্ত্রণা! কোনো দিকে মাথা ঘুরালে যন্ত্রণা কমে না বরং বাড়ে। এমন যন্ত্রণার মাঝে সৈন্যরা, প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদগণ ও সাধারণ পথচারীগণ প্রভু যীশুর সমালোচনা করেছিলো। এমনকি একই শাস্তি ভোগ করছে সেই দুইজন দস্যুর একজন যীশুকে বিদ্রূপ ও অপমান করেছিলো। যীশুর কথা দিয়েই যীশুকে আক্রমণ করেছিলো; তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলো, "মহামন্দির ভেঙে ফেলে তুই নাকি তিন দিনের মধ্যেই আবার তা গড়ে তুলতে পারিস! বেশ তো, তুই যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হোস, এখন তাহলে নিজেকে বাঁচা, ক্রুশ থেকে নেমে আয়!" আসলে যীশু 'মহামন্দির' বলতে দেহ মন্দিরকে এবং "তিন দিন" বলতে মৃত্যুর তিন দিন পর তার আবার ফিরে আসার কথাই বুঝিয়েছিলেন।

যীশুর ঐশ্বরিক পরিচয় না জেনে এবং ক্ষমতা না বুঝেই যীশুকে নিয়ে তারা পরিহাস করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এ জগতে এসেছেন নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নয়; বরং তিনি এসেছেন মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্যে, পাপ থেকে উদ্ধারের জন্যে, মানুষের পরিত্রাণের জন্যে। হে মানব, তোমার প্রভুকে তুমি এমন যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিলে!

আমরাও কি যীশুকে কষ্ট দিই না? যখন আমরা বিশ্বাসের পথে না চলি, ধর্ম-কর্ম না করি, যখন আমরা অন্যের সমালোচনা করি, যখন আমরা বাইবেল পাঠ না করি, ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করি বা বিষয়গুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব-কোলাহল করি, তখন আমরা যীশুকে কালভেরিতে নিয়ে যাই না, তাকে আমরা পুনরায় ক্রুশ বিদ্ধ করি এবং তাঁকে আমরা কষ্ট দিই?

যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু

মথি ২৭:৪৫-৫০

'সেদিন বেলা বারোটা থেকে সারা দেশ ছেয়ে নামল অন্ধকার; বেলা তিনটে পর্যন্ত এমনি অন্ধকারই রইল। বেলা তিনটের কাছাকাছি সময়ে যীশু জোরে চিৎকার করে উঠলেন; 'এলি, এলি, লামা শবাক্তানী!' অর্থাৎ, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?' যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কেউ কেউ এই কথা শুনে বলল: 'এখনও কিনা এলিয়কে ডাকছে!' তাদের একজন তখনই ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ নিয়ে সির্কায় তা ভাল ক'রে ভিজিয়ে নিল; তারপর একটা নলডাঁটার আগায় স্পঞ্জটা লাগিয়ে যীশুকে পান করতে দিল। কিন্তু অন্যেরা বলল: 'দাঁড়াও! দেখা যাক, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না!' তখন যীশু আর একবার জোরে চিৎকার করে উঠলেন; তারপর তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।'

ছবি: কালভেরি পর্বতে দুজন দস্যুর মাঝে ক্রুশবিদ্ধ যীশু

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

পিলাতের দরবারে যীশুর বিচারের পর ইহুদী সৈন্যরা যীশুকে মারতে মারতে কালভেরিতে নিয়ে গিয়েছিলো। তার কাঁধে ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দিয়েছিলো মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলো। সৈন্যরা জোর করে তার বহন করা ক্রুশের উপর শুইয়ে তাঁর দুহাত ও দুপা পেরেক বিদ্ধ করে বেলা বারোটার সময় যীশুকে ক্রুশে টাঙিয়েছিলো। ক্রুশে টাঙানো অবস্থায় সৈন্যরা বর্শা দিয়ে যীশুর বুকে আঘাতও করেছিলো। যেখান থেকে বের হয়ে এসেছিল রক্ত ও জল। এভাবে অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করে যীশু শুক্রবার বেলা তিনটের সময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশু যে দিনটিতে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই দিনটিকে বলা হয় 'পুণ্য শুক্রবার' বা 'গুড ফ্রাইডে'।

ঈশ্বরপুত্রের এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে সেদিন ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতি বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত অন্ধকারময় হয়েছিল। মন্দিরের পর্দাটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। আরও অনেক আর্শ্চয ঘটনা ঘটেছিল। যীশু ক্রুশের উপর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর পূর্বে পিতা ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন, সকল অপরাধীকে ক্ষমা করেছিলেন এবং সমস্তই সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

আমাদের প্রভু যীশু কত মহাপ্রাণ। যারা তাঁকে এত কষ্ট দিয়েছিলেন, হত্যা করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন। এমন মহানুভবতার পরিচয় আমরা কি এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি দেখতে পাই? যীশু ক্রুশের উপর থেকেও আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যেন আমরাও মহানুভব হই, অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হই, মানুষকে ভালোবাসি ও ক্ষমা করি।

উপহার ৬

এসো মুভি দেখি

প্রিয় শিক্ষার্থী, মেল গিবসন-এর তৈরি “The Passion of the Christ” মুভিটির কিছু অংশ শিক্ষক শ্রেণিতে তোমাদের দেখাবেন। এই মুভির মধ্য দিয়ে তোমরা যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশীয় মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখতে পাবে। মুভিটি দেখার জন্যে নিচের Link-টি ব্যবহার করতে পারো।

The Passion of the Christ: https://www.bilibili.tv/en/video/2004546074

মুভিটি দেখার পূর্বে শিক্ষকের পরিচালনায় প্রভু যীশুর যাতনাভোগের একটি গান গাইতে পারো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ এবং যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে বাইবেল থেকে তোমরা পাঠ করেছো এবং শিক্ষকের নিকট থেকে ব্যাখ্যা শুনেছো। এই বিষয়ে কয়েকজন চলচ্চিত্র পরিচালক বেশ কয়েকটি মুভি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে মেল গিবসন-এর তৈরি “The Passion of the Christ” মুভিটির কিছু অংশ তোমরা দেখবে। মুভিটি ইংরেজি ভাষায় তৈরি, তবে ইতোমধ্যে যেহেতু তোমরা ঘটনা জানো, তাই তোমাদের বুঝতে সমস্যা হবে না। মুভি চলাকালে যদি কোনো অংশ তোমরা না বুঝতে পারো তবে শিক্ষককে প্রশ্ন করবে, যেন শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন। তোমরা মনোযোগ দিয়ে মুভিটির অংশ বিশেষ দেখবে। মুভিটি দেখার সময় তোমাদের যে অনুভূতি হয়েছে পরে সবার সাথে তা আলোচনা করতে পারো।

বাড়ির কাজ

বাড়িতে গিয়ে তোমরা যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ এবং ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে মেল গিবসন-এর তৈরি ‘The Passion of the Christ’ যে মুভিটি দেখেছো তা নিয়ে পরিবারের মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা করবে। আলোচনার সময় যদি তোমরা কোনো নতুন তথ্য বা ধারণা পেয়ে থাকো তবে তা নিচে লিপিবদ্ধ করবে।

উপহার ৭

মুক্ত আলোচনা

শিক্ষক তোমাদের জন্যে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে পারেন। এই আলোচনায় যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু সম্পর্কে যে বিষয়বস্তু তুমি জেনেছো তার আলোকে মুক্ত আলোচনা হতে পারে। এই আলোচনায় তোমরা স্বাচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করো। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে কোনো বিশ্লেষণ করতে বলা হলে তোমার অর্জিত ধারণা ব্যবহারে সংকোচবোধ কর না।

এটা তোমাকে বলছি কারণ তোমার ধারণায় যদি কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকে তাহলে তোমার নিঃসংকোচ ব্যবহারে বা খোলামেলা আলোচনায় তা বের হয়ে আসবে। আলোচনা চলাকালে যে বিষয়ের উত্তর তোমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয় সেগুলো তোমার খাতায় এক বা একাধিক প্রশ্ন লিখে ফেলো, এরকম প্রশ্ন যে তোমাকে লিখে ফেলতেই হবে, তা নয়। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো জানার জন্যে এই সেশনটি উপযুক্ত সময়।

এখানে পূর্বের ২টি বিষয় প্রথমত তোমাদের ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত বাইবেল থেকে যীশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর উপর পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তৃতীয়ত মুভির অংশ বিশেষ দেখাকে সমন্বয় করা হবে। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের যন্ত্রণা এবং মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্টও সমন্বয় করে ভাবা হবে। এক্ষেত্রে তোমাদের প্রশ্নের আলোকে খোলামেলা আলোচনা হবে। এরূপ প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা থেকে তোমাদের ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা শিক্ষক পরিষ্কার করে দেবেন, যেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তি না থাকে।

উপহার ৮-৯

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সেবা

শিক্ষক তোমাদের সমবেত কণ্ঠে সেবার মাধ্যমে যীশুর আদর্শ অনুসরণ করার একটি গান গাইতে বলবেন। মন প্রাণ খুলে তুমিও এই গানে অংশগ্রহণ করো।

কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমার শিক্ষক তোমাকে একটি কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করার কথা বলবেন। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে বাস্তবধর্মী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। সে পরিকল্পনা অনুসারে তোমাকে যে কাজের কথা বলা হবে সেই কাজগুলো তুমি করবে। তুমি কী পরিকল্পনা করেছো এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করেছো তার একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। তোমার কাজগুলোর তথ্য প্রমাণের জন্যে তুমি কয়েকটি ছবি তুলে রাখবে। তোমার প্রতিবেদনটি সচিত্র হতে হবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে হবে।

উপস্থাপন

এবার তোমার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রণীত সচিত্র প্রতিবেদনটি শিক্ষককে দেখাবে। তোমার জন্যে নির্ধারিত সময়ে তুমি শ্রেণিতে উপস্থাপন করো। উপস্থাপনার সময় তোমার অনুভূতিও প্রকাশ করো। মনে রাখবে, তোমার এই কাজের উপর তোমাকে মূল্যায়ন করা হবে।

তোমার লিখিত প্রতিবেদনে তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

উপহার ১০

ভিডিও দেখি

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার শিক্ষক এ সেশনটি নিজে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শুরু করবেন বা তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রার্থনা করতে বলতে পারেন। তাই তুমি প্রার্থনা করার জন্যে প্রস্তুত থেকো।

এরপর শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দুটি আকর্ষণীয় ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। যদি তিনি ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা করতে না পারেন তবে ঐ ভিডিওটির লিংক তোমাকে দিয়ে দেবেন, তুমি ঘরে বসে Youtube এ ভিডিওগুলো দেখতে পারবে।

ভিডিও দুটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখা শেষ হলে শিক্ষক তোমাকে কী কাজ দেবেন তা বুঝিয়ে বলবেন।

অভিনয় করবে

শিক্ষক তোমাকে বলতে পারেন, যে ভিডিওটি দেখেছো সে বিষয়ে ইতোমধ্যে তোমরা গির্জায় বা চার্চে ও পরিবারের কাছ থেকে শুনেছো। তাই সে বিষয়ে ব্রেইনস্টর্মিং বা মাথাখাটানোর মাধ্যমে আগামী সেশনে দলগত ভূমিকাভিনয়/নাটক করে মূল বিষয়টি উপস্থাপন করবে। তুমি ভিডিওর দৃশ্যগুলোকে এবং মূল চরিত্রকে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাবে। একজন মৃত ব্যক্তিকে কীভাবে কবর দেয়া হলো এবং মৃত্যু থেকে আবার জেগে উঠলো এবং স্বর্গে উঠে গেলো। তোমরা দলগত নাটকের একটি স্ক্রিপ্ট লিখবে। শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের দলগতভাবে মহড়া দিতে বলবেন, যাতে পরবর্তী সেশনে তোমরা নাটকটি উপস্থাপন করতে পারো। নাটকের জন্যে যদি মঞ্চ সাজাতে হয় এবং পোশাকের প্রয়োজন হয় তবে সেগুলো পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে রাখবে।

শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানাও।

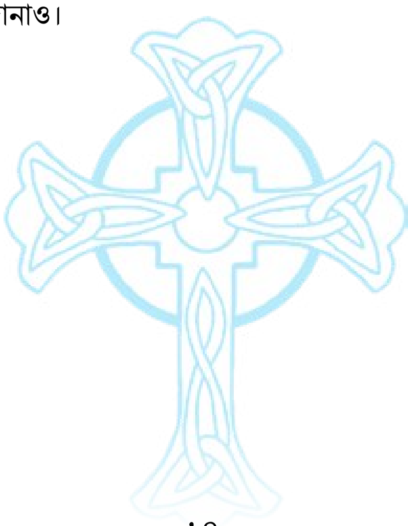

উপহার ১১-১২

ভূমিকাভিনয়

প্রিয় শিক্ষার্থী,

এই সেশনে তোমরা দলগতভাবে ভূমিকাভিনয় করতে যাচ্ছো। এর আগে শিক্ষক তোমাদের গীতাবলী/ খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/ধর্মগীত থেকে নিচের গান অথবা অনুরূপ যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের একটি গান গাইতে বলতে পারেন এবং এরপর প্রার্থনার মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন।

১) কি মহানন্দ উপস্থিত, কি জয় যীশুর উত্থানে।
পাপ অন্ধকার হয় অন্তর্হিত, কাল নিশি অবসানে
ধুয়া - হাল্লিলুয়া, বল জয়।
যীশু হইলেন মৃত্যুঞ্জয়।
পাপীর জন্যে ত্রাণোদয়,
ধন্য ধন্য ধন্য।

২) প্রভাতী তারা প্রকাশ পায়, প্রভুর পুনরুত্থানে,
ঐ ত্রান-সূর্য দেখা যায়, তাঁহার স্বর্গারোহণে।

৩) তায় গেল মৃত্যুর অধিকার কি শান্তি ত্রিভুবনে।
আর খোলা হইল স্বর্গ-দ্বার আনন্দ পাপীর মনে!

৪) ঐ স্বর্গে দূতগণে গায়, পুণ্য পুণ্য পুণ্য!
আর প্রতিধ্বনি এই ধরায় - ধন্য ধন্য ধন্য

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত ৯৪ সংখ্যা -বিজয় নাথ সরকার

প্রার্থনা শেষে ভূমিকাভিনয়ের জন্যে শিক্ষকের সহযোগিতায় শ্রেণিকক্ষের সামনের অংশটি খালি করো এবং তোমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মঞ্চ সাজাও। যদি শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট জায়গা না হয় তবে শিক্ষক যে স্থানে ব্যবস্থা করবে সেখানে তোমাদের মঞ্চ সাজাবে। শিক্ষক তোমাদের কিছু সময় দেবেন, সেই সময়ের মধ্যে ভূমিকাভিনয়ের জন্যে সকল প্রস্তুতি শেষ করো।

নিচে একটি মঞ্চের ছবি দেখানো হয়েছে, নিচের ছবিটির মত একটি পুনরুত্থানের নাট্যমঞ্চ তৈরি করতে পারো। যদি এরকম ব্যবস্থা করা না যায় তবে বড় কার্টুন বক্স কেঁটে তোমরা কবরের মুখ বানাতে পারো এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারো। এছাড়াও কর্কশিট পাওয়া গেলে সেগুলো দিয়েও কবর ও ক্রুশ বানাতে পারো। কবর তৈরি হয়ে গেলে এর আশেপাশে গাছের ডাল বা গাছের টব রেখে কবরে বাগানের পরিবেশ তৈরি করবে। এই মঞ্চ তৈরির অভিজ্ঞতা তোমাদেরকে অনুভব করতে সাহায্য করবে যে-যীশুর কবরটির পরিবেশ কেমন ছিলো।

ছবি: যীশুর কবরের নমুনা মঞ্চ

ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীরা, তোমরা এবার দলগতভাবে অভিনয় করবে। শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি দল অভিনয় করে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পুনরাগমনের অভিনয় করে দেখাবে। তোমরা ভিডিওতে যা দেখেছো এবং গির্জা/চার্চে যা শুনেছো সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে ঘটনাগুলো তুলে ধরো।

বাড়ি থেকে যা আনতে হবে

প্রিয় শিক্ষার্থী, আগামী সেশনে তোমাকে চিত্রাঙ্কন করতে হবে, যার বিষয়বস্তু শিক্ষক জানাবেন। চিত্রাঙ্কনের জন্যে প্রয়োজনীয় রং, তুলি, রং পেন্সিল এবং আর্ট পেপার নিয়ে আসবে। অথবা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা করবে।

সেশন শেষে শিক্ষক অথবা তোমার একজন সহপাঠী সমাপনী প্রার্থনা করবেন। শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৩-১৪

ছবি আঁকি

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার শিক্ষকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। তিনি তোমাদের মধ্যে একজনকে প্রার্থনা করতে বলতে পারেন। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো।

ইতোমধ্যে তোমার যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞতা ও ধারণা হয়েছে। এ সেশনে তুমি ছবি আঁকবে, আশা করি, শিক্ষক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছো। শিক্ষক তোমাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি আঁকা শেষ করতে বলতে পারেন। কারণ ছবিগুলো গুছিয়ে রাখার জন্যে এবং আগামী সেশনে কী করতে হবে তার জন্যে কিছু সময় প্রয়োজন হতে পারে।

ছবি আঁকার নির্দেশনা

শিক্ষক এখন তোমাকে একটি ছবি আঁকতে বলবেন। ছবি আঁকার জন্যে তোমার প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলে তিনি বলবেন কী বিষয়ের উপরে তোমরা ছবি আঁকবে। তোমার নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়গুলোর উপরে অঙ্কন করতে বলবেন। এই ছবি আঁকার জন্যে শিক্ষক যে নির্দেশনা দেবেন তা আগ্রহের সাথে শুনে মনোযোগ দিয়ে চিত্রাঙ্কন করবে।

ছবি প্রদর্শনী

ছবি আঁকা শেষে শিক্ষক ছবিগুলো রশিতে ঝুলিয়ে অথবা দেয়ালে মাস্কিং টেপ দিয়ে লাগিয়ে দিতে বলতে পারেন। তোমরা দ্রুত শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে ছবিগুলোকে সাজিয়ে কিছুটা আর্ট গ্যালারীর মত তৈরি করবে। এবার শিক্ষক তোমাদের এক এক করে ছবি ব্যাখ্যা করতে বলবেন। তুমি এ ছবির মাধ্যমে কী ফুঁটিয়ে তুলেছো এবং তোমার উপলব্ধি ও ধারণা ব্যাখ্যা করবে। কারণ পরবর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষক যখন বাইবেল পাঠ করে আরও সহজভাবে বুঝিয়ে দেবেন তখন তোমার এই অভিজ্ঞতার আলোকে বাইবেলের ঘটনাগুলোকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারবে।

শিক্ষককে এ চমৎকার এবং উৎসাহমূলক কার্যক্রমের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৫

যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানাও এবং প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

তুমি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে ইতোমধ্যে গির্জা/ চার্চের যাজক এবং মা-বাবা/অভিভাবকের কাছ থেকে শুনেছো। আর পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে ভিডিও ক্লিপ, নাটক ও ছবি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ধারণা পেয়েছো। এবার তোমার প্রিয় শিক্ষক পবিত্র বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে তা তোমাদের সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন। তুমি ইচ্ছে করলে বাড়িতে বসে মথি ২৮: ১-১৫ পদ পাঠ করে আসতে পারো। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের যে কোনো শিক্ষার্থীকে বাইবেলের এই অংশটুকু পাঠ করতে বলতে পারেন, তাই প্রস্তুত থেকো।

যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন

মথি ২৮:১-১৫

"বিশ্রামবারের পরে সপ্তাহের প্রথম দিনের ভোরবেলায় মগ্‌দলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে গেলেন। তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তার উপরে বসলেন। তাঁর চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল আর তাঁর কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা। তাঁর ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরার মত হয়ে পড়ল।

স্বর্গদুত স্ত্রীলোকদের বললেন, "তোমরা ভয় কোরো না, কারণ আমি জানি, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ। তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমনভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। এস, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখ। তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম।"

সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সংগে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং যীশুর শিষ্যদের এই খবর দেবার জন্যে দৌড়াতে লাগলেন। এমন সময় যীশু হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন, "তোমাদের মংগল হোক।"

তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে প্রণাম করে তাঁকে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় কোরো না; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।"

সেই স্ত্রীলোকেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গেল এবং যা যা ঘটেছিল তা প্রধান পুরোহিতদের জানাল। তখন পুরোহিতেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সেই

ছবি: যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়ে বললেন, “তোমরা বোলো, ‘আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তাঁর শিষ্যেরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে।’ এই কথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান তবে আমরা তাঁকে শান্ত করব এবং শাস্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করব।”

তখন পাহারাদারেরা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন বলা হয়েছিল তেমনই বলল। আজও পর্যন্ত সেই কথা যিহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

বাইবেলের এই পদগুলোতে যীশু খ্রীষ্ট যে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়েছেন সেই বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করে আবার জীবিত হয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কারণ এই পৃথিবীতে এমন কোন মানব নেই যে, মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে অনেক মানুষকে দেখা দিয়েছে এবং স্বর্গে সশরীরে গিয়েছে। ঐ সময়ে পাহারাদার রোমীয় সৈনিকরা একটি মিথ্যে সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলো যে, শিষ্যরা যীশুর দেহকে চুরি করেছিলো। প্রকৃত পক্ষে, যীশুর দেহকে শিষ্যরা চুরি করার সাহস পায়নি এবং পাওয়ার কথাও নয়। কারণ রোমীয়দের ঐ সময়ে সবচেয়ে দক্ষ সৈন্যবাহিনী ছিলো। শিষ্যরা এতো ভয়

পেয়েছিলো যে, যীশু গেৎশিমানী বাগানে শত্রুদের হাতে ধরা পরার পরেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল। রোমীয় সৈন্যদের পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে এবং ঐ পাথর সরিয়ে যীশুকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার, ঐ সময় বিশাল আঁকারের পাথরটা গড়িয়ে সরাতে গেলে অবশ্যই অনেক শব্দ হত। রাতের পাহারাদারেরা সাধারণত না ঘুমিয়ে পায়চারী করে। অতএব, যে ভুল ধারণা ও তথ্য ঐ পুরোহিতেরা ও বয়স্ক নেতারা সৈন্যদের বলতে বলেছিল তা মোটেই সঠিক নয়।

বাইবেল ছাড়াও যিহুদীদের সেই সময়ের ইতিহাসেও যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে লেখা হয়েছে। ৯৩-৯৪ এ.ডি. (খ্রি.) তে যিহুদী ইতিহাসবিদ ফ্লাভিয়াস যোষেফাস (Flavius Josephus) যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বর্ণনা করে গিয়েছেন। যীশুকে যে রোমীয় সৈন্যরা হত্যা করেছিল এবং তিনি আবার তিন দিনের দিন জীবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে তার পুস্তক ‘এন্টিকুইটিস অব দ্যা জিউস’ এ লিখেছেন।

Testimonium Flavianum

About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he was one who performed surprising deeds and was a teacher of such people as accept the truth gladly. He won over many Jews and many of the Greeks. He was the Christ. And when, upon the accusation of the principal men among us, Pilate had condemned him to a cross, those who had first come to love him did not cease. He appeared to them spending a third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things and a thousand other marvels about him. And the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not disappeared.

Flavius Josephus: Antiquities of the Jews, Book 18, Chapter 3, 3[36] For Greek text see [2]

ফ্লভিয়াসের স্বাক্ষ্য

‘ঐ সময়ে সেখানে যীশু নামে একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন, সত্যই তাকে একজন মানুষ বলা উচিৎ। কারণ তিনি আশ্চর্য কাজ করতেন এবং যে শিক্ষা দিতেন তা মানুষ আনন্দের সাথে গ্রহণ করতো। তিনি অনেক যিহুদী ও গ্রীকদের অনুসারী করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট ছিলেন। যখন আমাদের অধ্যক্ষদের অভিযোগের কারণে পীলাত তাকে দোষারোপ করে ক্রুশে দিলো, তখন যারা তাঁকে প্রথমে ভালোবেসেছিলেন তারা থেমে যায়নি। তিনি তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে তাদের দেখা দিয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বরের ভাববাদীরা তাঁর সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয় এবং হাজার হাজার আশ্চর্য কাজের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। আর তথাকথিত খ্রীষ্টানরা তাঁকে অনুসরণ করলো, যারা আজ পর্যন্ত বিলীন হয়নি।!!

ফ্লাভিয়স যোষেফাস: এন্টিকুইটিস অব দ্যা জিউস, পুস্তক নং ১৮, ৩ অধ্যায় ৩

নিচের লিংক থেকে তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পারবে।

লিংক: “Josephus on Jesus” https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#:~:text=About%20this%20time%20there%20lived,He%20was%20the%20Christ.

ঈশ্বরের পুত্র কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়াই তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন, কারণ তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি পুনরুত্থিত হবেন। বাইবেল নিজেই সবচেয়ে বড় প্রমাণ, কেননা মথি, মার্ক লূক, যোহন পুস্তকে শিষ্যরা সেই সময়ে যা দেখেছিলো তাই লিখেছিলো।

দলগত কাজ

শিক্ষক যে বিষয়ের উপর এই সেশনে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে বিষয়ের উপর তোমরা এখন জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করবে। এরপর তোমরা যা শিখেছো সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন করবেন। তোমরা সেগুলোর উত্তর চিরকুটে লিখবে। এরপর শিক্ষক তোমার উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষককে সহায়তা করো, দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে শিক্ষককে বিদায় জানাও।

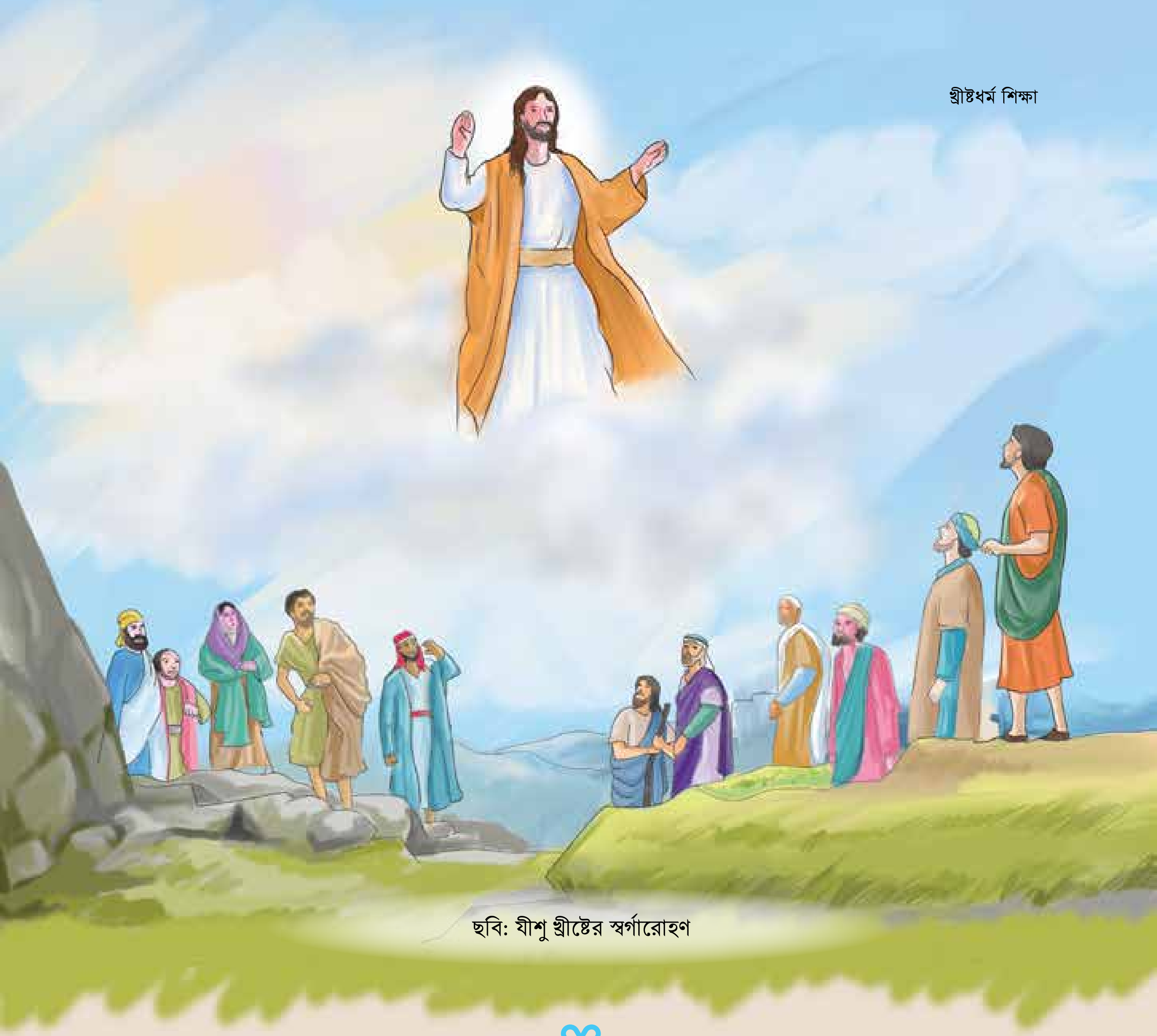

ছবি: যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ

উপহার ১৬

যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ

শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই সেশনে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের বিষয়ে তুমি বাইবেলে শিষ্যচরিত/প্রেরিত ১:৬-১১ পদে কি বলেছে সে বিষয়ে ধারণা পাবে। শিক্ষক বাইবেল পাঠের পাশাপাশি তোমাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেবার সময় কিছু ছবি দেখাতে পারেন, যাতে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারো। তোমার ভালোভাবে জানার জন্যে বাইবেলের এই অংশটি (শিষ্যচরিত/প্রেরিত ১:৬-১১) বাড়িতে বসে পাঠ করে আসতে পারো।

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে গেলেন

শিষ্যচরিত/প্রেরিত ১:৬-১১

'পরে শিষ্যেরা একসংগে মিলিত হয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, এই সময় কি আপনি ইস্রায়েলীয়দের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?' যীশু তাঁদের বললেন, 'যে দিন বা সময় পিতা নিজের অধিকারের মধ্যে রেখেছেন তা তোমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরুশালেম, সারা যিহুদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।'

'এই কথা বলবার পরে শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। যীশু যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন শিষ্যরা একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড়-পরা দু'জন লোক শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।'

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হবার চল্লিশ দিন পর স্বর্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গে যাবার আগে শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিলো, তিনি ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন কি না। শিষ্যরা এবং যিহুদিরা মনে করতো যে যীশু খ্রীষ্ট রোমীয় শাসকদের হাত থেকে ইস্রায়েল জাতিকে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন। যীশু কবে আসবেন তা যীশু জানতেন না, শুধু তাঁর স্বর্গস্থ পিতা জানতেন। যীশু খ্রীষ্ট জগতের কোনো রাজার মতো নন, বরং তিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার জন্যে এসেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে মানবরূপে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আবার স্বর্গে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের একা রেখে যাননি, তিনি শিষ্যদের জন্যে এবং আমাদের জন্যে সেই সহায় পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা আগুনের জিহ্বার মত শিষ্যদের মাথার উপরে এসে বসেছিলো (প্রেরিত/ ২:১-১১)। সেই পবিত্র আত্মার আসার প্রতিজ্ঞা তিনি স্বর্গে যাবার আগে যেমন করেছিলেন সেভাবে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলো। এখনও আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা অবস্থান করে, শক্তি দেয়, সবকিছু মনে করিয়ে দেয়, বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং সঠিক পথে পরিচালনা করে। যীশু শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং ঐ দুজন স্বর্গদূতও একই কথা বলেছিলো। যীশুর প্রতিজ্ঞার প্রতিটি কথা পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি যে আবার আসবেন সেই প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হবে।

যীশু জগতের কাজ শেষ করে চলে গেছেন। কারণ তিনি যে দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা শেষ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র তাই পিতার কাছে আবার ফিরে গেছেন -যাতে পৃথিবীতে তাঁর অনুসারীদের জন্যে জায়গা ঠিক করতে পারেন, যীশু বলেছেন- তাঁর পিতার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে (যোহন ১৪:২ পদ)। যীশু শিষ্যদের রেখে গেছেন যেন তারা তাঁর বাকি কাজগুলো শেষ করে। আর সেই বাকি কাজগুলো এখনও শেষ হয়নি। যতদিন না যীশুখ্রীষ্ট ফিরে আসেন ততদিন তাঁর রাজ্যের জন্যে কাজ করার দায়িত্ব আমাদের।

মুক্ত আলোচনা

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক বাইবেলের অংশ ব্যাখ্যা করার পর তোমাদের মুক্ত আলোচনা করতে বলবেন। তোমরা দলগতভাবে আলোচনা করে তোমাদের মধ্যে যে প্রশ্ন বা দ্বিধা আসবে সেই প্রশ্নগুলো শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করবে। অবশ্যই তোমার প্রশ্নগুলো বিষয়ের উপরে হবে।

তোমার প্রিয় শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৭

যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার সহপাঠীদের ও শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানাও। এরপর গীতাবলী/খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/ধর্মগীত থেকে নিচের গানটির অনুরূপ একটি যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের গান তোমার শিক্ষক গাইতে বলবেন। তুমি সক্রিয়ভাবে অংশ নিও কিন্তু।

ছবি: যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন

একটি নমুনা গান নিচে দেওয়া হলো

আসবেন প্রভু মেঘরথে আবার ফিরে ধরাতলে
মহাতুরি ধ্বনি সহ, পাঠাবেন দূত দলে দলে।।

রবি শশী গ্রহ তারা নভে হবে জ্যোতি হারা।
বিলাপকারী মানবেরা, দেখবে তখন কুতূহলে।।

হানাহানি হিংসা দ্বেষে, ভরে যাবে ভুবনখানি।
মহামারী ভু-কম্পনে, ধ্বংস হবে জগৎ জানি।।

পাপী তাপী ত্রাণকামী, হওগো প্রভুর অনুগামী।
তাঁরই আগমনের তরে, জেগে থাক প্রতি পলে।।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত - ১১৪; ধর্মগীত - ১৬০
মানিক নাথ

গানের পরে তোমার শিক্ষক প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করবেন।

তুমি বুঝতে পারছো কি, শিক্ষক তোমাকে আজকে কোন মজার ভিডিও দেখানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন? এ সেশনে যীশুর স্বর্গ থেকে ফিরে আসার একটি ভিডিও ক্লিপ তুমি দেখতে পাবে। এ ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় ও কেমন ঘটনা ঘটবে সে বিষয়ে চমৎকার ধারণা লাভ করবে। এরপর শিক্ষক তোমাকে বাইবেলের পূর্ণ ধারণা দেয়ার জন্যে ১ থিষলনীকীয় ৪:১৫-১৭ পদের আলোকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলবেন।

এসো ভিডিওটি দেখি

তোমার শিক্ষক ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদেরকে হয়ত কিছুটা ধারণা দিতে পারেন। তোমরা একসাথে ভিডিওটা দেখো।

ভিডিওটি নিচে দেওয়া লিংক থেকে ডাউনলোড করে অথবা ইন্টারনেট সংযোগে সরাসরি দেখতে পারবে।

https://www.youtube.com/watch?v=k4u-og_MB9k&t=217s“Jesus will come again”

ভিডিওটি দেখার সময় যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করবে।

এরপর শিক্ষক হয়ত তোমাদের মধ্যে থেকে একজন শিক্ষার্থীকে ১ থিষলনীকীয় ৪:১৫-১৭ অংশটুকু পাঠ করতে বলতে পারেন, তাই আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রেখো।

যীশু খ্রীষ্ট আবার ফিরে আসবেন

১ থিষলনীকীয় ৪:১৫-১৭

'প্রভুর শিক্ষামতই আমরা তোমাদের বলছি, আমরা যারা জীবিত আছি এবং প্রভু ফিরে আসা পর্যন্ত জীবিত থাকব, আমরা কোনমতেই সেই মৃতদের আগে যাব না। জোর-গলায় আদেশের সংগে এবং প্রধান দূতের ডাক ও ঈশ্বরের তূরীর ডাকের সংগে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে তখন তারাই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। তার পরে আমরা যারা জীবিত ও বাকি থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সংগে মিলিত হবার জন্যে তাদের সংগে মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে। আর এভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সংগে থাকব।'

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের সময় দুইজন স্বর্গদূত শিষ্যদের বলেছিলো যে, যীশু যেভাবে স্বর্গে গিয়েছেন সেইভাবে তিনি ফিরে আসবেন। পুনরাগমনের সময়ে মহাতূরী বা ট্রাম্পেটের আওয়াজের সাথে সাথে যীশুখ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। এই শব্দ হঠাৎ করে হবে, প্রধান দূত ও ঈশ্বরের তূরীর আওয়াজ বিকট আকারে হবে এবং কেউ কিছু আগে থেকে বুঝবে না। যীশুকে আকাশে মেঘের মধ্যে দেখা যাবে। যীশুকে দেখা যাবার সাথে সাথে, যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ইতোমধ্যে মারা গেছে তারা প্রথমে কবর থেকে জেগে উঠবে। আমাদের হতাশ হবার কারণ নাই। মৃতরা জীবিত হয়ে যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হওয়ার পরপরই আমরা যারা জীবিত থাকবো আমাদেরকেও প্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্যে তুলে নেয়া হবে। আমরা সকলে যীশুখ্রীষ্টের সাথে মিলিত হবার জন্যে মেঘের মধ্যে উঠে যাবো। যীশুখ্রীষ্ট বাইবেলে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের জন্যে জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন। তিনি জায়গা প্রস্তুত করে আবার ফিরে আসবেন এবং আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন যেন আমরা তাঁর সাথে চিরকাল থাকতে পারি (যোহন ১৪:২-৩ পদ)।

আমাদের যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, মৃত্যু ও কবর তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। মৃত্যুর আগে যীশু খ্রীষ্ট শিষ্যদের অনেকবার বলেছেন যে, তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র, সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তাই মানুষ তাঁকে হত্যা করেও শেষ করতে পারেনি বরং তিনি আরও শক্তিতে জেগে উঠেছেন। তিনি খুব শ্রীঘ্রই ফিরে আসবেন এবং এই জগতের বিচারের ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যারা প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতা-ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁকে অনুসরণ করেছে তাদেরকে তিনি স্বর্গে বাস করার নিশ্চয়তা ও অধিকার দিয়েছেন।

আমাদেরও উচিৎ যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে মনে প্রাণে গ্রহণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা। আমরাও যেনো যীশু খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গে চিরকাল শান্তি ও আনন্দে থাকতে পারি।

জেনে রেখো

আগামী সেশনে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পুনরাগমনের উপর একটি কুইজ খেলা হবে, সে বিষয়ে শিক্ষক তোমাদের বিস্তারিত বলবেন।

তোমরা শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৮

খেলার মাধ্যমে কুইজের উত্তর দেবো

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, শ্রেণিকক্ষের সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। শিক্ষকের সাথে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করবে।

আজ তোমরা কুইজ খেলার জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে এসেছো! তোমরা পূর্বের সেশনগুলোতে যে সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও ধারণা পেয়েছো সে বিষয়ের উপর কুইজ খেলার জন্যে নিচের নমুনার মত একটি উত্তর কার্ড শিক্ষক তোমাদের দেবেন। এরপর শিক্ষক এলোমেলো করে প্রশ্ন করবেন। তুমি ঘটনার ক্রমানুসারে উত্তরগুলো কার্ডের নম্বর ঘরে ক্রমান্বয়ে লিখবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করার চেষ্টা করবে।

কুইজের খেলা

প্রিয় শিক্ষার্থী, নমুনা ‘উত্তর কার্ড’ নিচে দেওয়া হলো।

১)	২)	৩)
৪)	৫)	৬)
৭)	৮)	৯)

কার্ডে উত্তর দেওয়ার পরে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরের কাজগুলো করবে। কুইজ শেষ হয়ে গেলে তোমার উত্তরকার্ডটি তোমার হাতে রাখো। কারণ, তোমার শিক্ষক তোমাদের উত্তরপত্র দিয়ে মজার কিছু করতে পারেন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষক তোমাকে গির্জা বা উপাসনায় অংশগ্রহণ করে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং পুনরাগমন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বলবেন। এছাড়াও তোমার স্কুলের ও চার্চের পাঠাগারের এবং ধর্মীয় সংগঠনের পাঠাগারের অন্যান্য খ্রীষ্টধর্মীয় বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। তোমরা প্রত্যেকে যে সমস্ত ধারণা ইতোমধ্যে পেয়েছো, সে সমস্ত বিষয় থেকে নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হওয়া, উপলব্ধি, এবং বিশ্বাসের একটি এক পৃষ্ঠার প্রতিবেদন আগামী সেশনে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক তোমাকে হয়তো শেষ প্রার্থনা করতে বলতে পারেন, তাই প্রস্তুত থাকো। এরপর শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৯

প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমার শিক্ষক এবং সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানাও। এই সেশনটি ‘অঞ্জলি ১’ এর শেষ সেশন। গীতাবলী/খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/ধর্মগীত থেকে সমবেতভাবে নিম্নলিখিত গানটির অনুরূপ একটি গান দিয়ে শুরু করো।

এসো গান গাই

প্রেমী পিতা তুমি অন্তরযামী, তোমার সম্মুখে আসি আমি

তুমি প্রভু সবল, আমি দুর্বল, সবলে মোর হৃদে এস নামি।

পাপীর বন্ধু, কৃপা সিন্ধু, দাও মোরে শান্তি পাপ ক্ষমি,

কর তব আত্মায়, পূর্ণ আমায়, তব গুণ গাব দিনযামী।

খ্রীষ্ট সংগীত- বাংলা কোরাস ৬১ সংখ্যা

এরপর তোমার প্রিয় শিক্ষক সকলকে এক এক করে সামনে ডেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলবেন। তোমার উপস্থাপনের পর শিক্ষক তোমাকে দু’একটি কথা বলতে পারেন। প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর শিক্ষকের হাতে প্রতিবেদনের কাগজটি দেবে।

তোমার শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাও। কারণ এই অঞ্জলিতে তুমি অনেক কিছু জানতে ও উপলব্ধি করতে পেরেছ। এবার বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

অঞ্জলি ২

প্রিয় শিক্ষার্থী,

এ অঞ্জলি চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে মজার মজার কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তুমি অন্যদের বৈশিষ্ট্য জানার মধ্যদিয়ে নিজেকে জানবে, ভূমিকাভিনয় করবে, সহপাঠীদের ভূমিকাভিনয় উপভোগ করবে, ভিডিও দেখবে, ছবি দেখবে, গল্প শুনবে, গল্প লিখবে এবং বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজে অংশগ্রহণ করবে। এ অঞ্জলিতে তুমি খ্রীষ্টধর্মীয় বিধি বিধান যেমন, পরনিন্দা ও ক্রোধ পরিহার, শত্রুকে ভালোবাসা ও সহনশীলতা বিষয়ে যীশুর শিক্ষা উপলব্ধি করে অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারবে।

উপহার ২০

অন্যকে জানি

প্রিয় শিক্ষার্থী,

শিক্ষক এ সেশনটি একটি ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারেন। তিনি তোমাকেও প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলতে পারেন। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো।

আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের অত্যন্ত ভালোবাসি। তারা আমাদের আপনজন। তাদের নিয়ে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

তোমার পরিচিত একজনের যে দিকগুলো তোমার বেশি পছন্দ সেগুলো এবং যে দিকগুলো একটু কম পছন্দের তোমাকে শিক্ষক তা লিখতে দিতে পারেন। একইভাবে যাকে অপেক্ষাকৃত কম পছন্দ করো তার বৈশিষ্ট্যগুলোও তোমাকে লিখতে হতে পারে। সবচেয়ে বেশি পছন্দের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি ১' মাঝখানে লিখে চারদিকে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে হবে। অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি ২' মাঝখানে লিখে একইভাবে তিনি তোমাকে কাজটি করতে বলবেন।

কীভাবে লিখতে হবে তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো। শিক্ষক, এ চিত্রটি বোর্ডে/পোস্টার পেপারে এঁকে তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। তোমাকে আগে থেকেই বলছি- তুমি যেনো একটু চিন্তা করে রাখতে পারো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এ কাজটি করার জন্যে শিক্ষক তোমাদের সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষ হলে শ্রেণিকক্ষে টাঙানো রশিতে কাগজটি আঠা দিয়ে লাগাতে বলতে পারেন।

কাজটি সম্পাদনের পর সারিবদ্ধভাবে ক্রমানুসারে পরস্পরের কাজটি ঘুরে ঘুরে দেখতে বলতে পারেন। তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি করবে।

তোমাদের ধারণাগুলো সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্যে শিক্ষক তোমাদের প্রশংসা করবেন।

শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ২১

এসো নিজেকে জানি

পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন। তিনি তোমাদের চোখ বন্ধ করে দুই মিনিট ধ্যান করতে বলতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, গত সেশনে তোমাদের পরিবারের দুজন পরিচিত ব্যক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ উল্লেখ করেছো। এবার একটু ভাবো তো–

- তোমার কি কোনো নেতিবাচক দিক আছে? কী কী?
- তোমার নেতিবাচক দিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের ব্যক্তির নেতিবাচক দিকের সংখ্যা কম না বেশি ছিলো?
- কেনো কম/বেশি ছিলো?

আমরা প্রত্যেকে নিজেকে খুব ভালোবাসি। পিতা ঈশ্বরও আমাদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন বলেই তিনি অনেক গুণের সমন্বয়ে আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের যেমন অনেক গুণ/ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। শিক্ষক তোমাকে নিজের গুণ/ইতিবাচক দিকগুলো এবং যে গুণগুলো তোমার থাকা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো- তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। এর একটি নমুনা হতে পারে এরকম-

আমার গুণ/ইতিবাচক দিক	কী কী গুণ আমি অর্জন করতে চাই
সত্য কথা বলা	অন্যদের সাহায্য করা
------	--------
-------	--------
--------	--------
--------	--------
--------	--------
---------	----------

এ কাজটি করার জন্যে তিনি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি কাজটি শেষ করবে। তুমি যে তালিকাটি তৈরি করেছো- শিক্ষক তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বাড়ির কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাকে একটি বাড়ির কাজ দেবেন। বাড়ির কাজটি মূলত করবেন তোমার মা-বাবা/অভিভাবক। নিচে একটি ছক দেওয়া আছে। তুমি তোমার মা-বাবা/অভিভাবককে এটি দেখাবে এবং পূরণ করতে বলবে। তাদের তুমি সর্বতোভাবে সহায়তা করো। তোমার মা-বাবা/অভিভাবক যথাসময়ে এটি পূরণ করে দেবেন। তোমাকে কিন্তু পরবর্তী সেশনে শিক্ষককে এ কাজটি দেখাতে হবে।

আপনার সন্তানের গুণ/ইতিবাচক দিক	কী কী গুণ সে অর্জন করতে চায়
-------	-------
-------	-------
-------	-------
-------	-------
-------	-------
-------	-------

তোমার সর্বাত্মক সহায়তার জন্যে শিক্ষক তোমাকে ধন্যবাদ জানাবেন। তুমিও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ২২

নিজের গুণ অন্যকে বলি

এ সেশনে শিক্ষক ছোট একটি ধন্যবাদের প্রার্থনা দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন। প্রার্থনা পরিচালনার জন্যে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তিনি দায়িত্ব দিতে পারেন। তুমি আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে প্রার্থনা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, গত সেশনে তোমার নিজের যেসব গুণ/ইতিবাচক দিক রয়েছে এবং যেসকল গুণ তুমি অর্জন করতে চাও। তা চিহ্নিত করেছো। একইভাবে তোমার মা-বাবা/অভিভাবকও তোমার কিছু গুণ ও কিছু প্রত্যাশিত গুণ উল্লেখ করেছেন।

এবার শিক্ষক তোমার তৈরি তালিকাটির সাথে মা-বাবা/অভিভাবকের তালিকাটির তুলনা/মিল করতে বলতে পারেন। তোমার তৈরি তালিকার সাথে যে অমিলগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করতেও বলতে পারেন। নির্ধারিত সময়ে এ কাজটি তোমাকে করতে হবে।

এ সেশনে তোমরা একটি মজার খেলা খেলবে। কীভাবে খেলবে তা শিক্ষক তোমাকে বুঝিয়ে বলবেন। এ খেলায় তোমরা একে অপরের হাত ধরে একটি বৃত্ত তৈরি করবে। তোমরা পর্যায়ক্রমে একটি করে নিজের গুণ বলবে এবং অন্যদের মধ্যে যাদের এ গুণটি রয়েছে তারা প্রত্যেকে হাত তুলবে। এভাবে প্রত্যেকের একটি করে গুণ বলা শেষ হবার সাথে সাথে খেলাটির প্রথম ধাপ শেষ হবে।

দ্বিতীয় ধাপে একইভাবে তোমরা যে গুণগুলো অর্জন করতে চাও তা পর্যায়ক্রমে বলবে এবং অন্যদের মধ্যে যাদের সাথে সেটি মিলবে তারা হাত তুলবে। এভাবে প্রত্যেকের বলা শেষ হবার সাথে সাথে খেলাটি শেষ হবে।

কী? মজা হবে না?

তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজটি করবে।

উপহার ২৩-২৫

পরনিন্দা পরিহার করবো

শিক্ষক গীতসংহিতা/সামসঙ্গীত ১০৩:১-৫ পাঠ করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন। এ পাঠটি তুমিও পড়ে ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে রেখো। কারণ শিক্ষক তোমাকেও এ অংশটি পাঠ করতে বলতে পারেন। সামনে কোনো সেশনে তোমাকে ভূমিকাভিনয়ও করতে হবে। তোমার সুবিধার্থে বাইবেলের এ অংশটুকু নিচে দেয়া হলো-

“হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর গৌরব কর;
হে আমার অন্তর, তাঁর পবিত্রতার গৌরব কর।
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর গৌরব কর;
তাঁর কোন উপকারের কথা ভুলে যেয়ো না।
তোমার সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করেন।
তিনি তোমার সমস্ত রোগ ভাল করেন।
তিনি মৃতস্থান থেকে তোমার জীবন মুক্ত করেন;
তিনি তোমাকে অটল ভালবাসা ও মমতায় ঘিরে রাখেন।
যা মংগল আনে তেমন সব জিনিষ দিয়ে তিনি তোমাকে তৃপ্ত করেন;
তিনি ঈগল পাখীর মত তোমাকে নতুন যৌবন দেন।”

পূর্বের সেশনগুলোতে তুমি তোমার পরিচিত ব্যক্তিদের ও নিজের গুণ/ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করেছো। ভেবে দেখো তো-

- নিজের নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করার সময় তোমার অনুভূতি কেমন ছিলো?
- অন্যের নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করার সময় তোমার অনুভূতি কেমন ছিলো?

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আমরা অন্যের দুর্বল দিকগুলো সহজেই খুঁজে পাই। কিন্তু নিজের দোষগুলো এতো সহজে খুঁজে পাই না। আবার একে অপরের সাথে অন্যের দোষগুলো নিয়ে আনন্দসহকারে আলোচনা করি; যাকে পরনিন্দা বলে। চলো দেখি মথি ৭:১-৫ পদে এ সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে।

দোষ ধরবার বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৭:১-৫

“তোমরা অন্যের দোষ ধরে বেড়িও না যেন তোমাদেরও দোষ ধরা না হয়, কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের দোষ ধর সেইভাবে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে, আর যেভাবে তোমরা মেপে দাও সেইভাবে তোমাদের জন্যেও মাপা হবে।

তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে কেবল তা-ই দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কড়িকাঠ আছে তা লক্ষ্য করছ না কেন? যখন তোমার নিজের চোখেই কড়িকাঠ রয়েছে তখন কি করে তোমার ভাইকে এই কথা বলছ, ‘এস, তোমার চোখ থেকে কুটাটা বের করে দিই’? ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, তাতে তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটাটা বের করবার জন্যে স্পষ্ট দেখতে পাবে।”

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশুর সময়ে লোকেরা অন্যের দোষ ধরতো ও পরনিন্দা করতো। এজন্যেই যীশু অন্যের দোষ ধরতে নিষেধ করেছেন। আমরা যেভাবে অন্যের দোষ ধরি আমাদের দোষও সেভাবে ধরা হবে। কারও দোষ ধরা বা কাউকে কোনোভাবে ঠকানো ঠিক নয়। অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ দেখা দরকার। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে আমার নিজের দোষ বেশি। যীশু নিজের দোষ শনাক্ত করতে বলেছেন এবং অন্যের দোষ ধরা পরিহার করতে বলেছেন।

এবার বাইবেলের পঠিত অংশে পরনিন্দা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা শিক্ষক তোমাদের জোড়ায়/দলগতভাবে আলোচনা করে লিখতে বলতে পারেন। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি করবে।

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

পবিত্র বাইবেলের ইফিষীয় ৪:২৯-৩২ শ্রেণিকক্ষে ভক্তিসহকারে শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করতে হবে। তোমরা অনেকেই বাইবেলের দু’একটি পদ পাঠের সুযোগ পেতে পারো। তুমি চাইলে আগে থেকে এ পদগুলো বাড়িতে অনুশীলন করতে পারো যাতে শ্রেণিকক্ষে নির্ভুলভাবে পাঠ করতে পারো। অন্যের দোষ ধরবার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা আমরা শুনেছি। এবার এসো পরনিন্দা পরিহার বিষয়ে বাইবেলের ইফিষীয় ৪:২৯-৩২ পদে এ সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে, দেখি।

পরনিন্দা পরিহার বিষয়ে শিক্ষা

ইফিষীয় ৪:২৯-৩২

‘তোমাদের মুখ থেকে কোনো বাজে কথা বের না হোক, বরং দরকার মত অন্যকে গড়ে তুলবার জন্যে যা ভাল তেমন কথাই বের হোক, যেন যারা তা শোনে তাতে তাদের উপকার হয়। তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না, যাঁকে দিয়ে ঈশ্বর মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন। সবরকম বিরক্তি

প্রকাশ, মেজাজ দেখানো, রাগ, চিৎকার করে ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, আর সব রকম হিংসা তোমাদের কাছ থেকে দূর কর। তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু হও, অন্যের দুঃখে দুঃখী হও, আর ঈশ্বর যেমন খ্রীষ্টের মধ্যদিয়ে তোমাদের ক্ষমা করেছেন তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ক্ষমা কর।

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

সাধু পৌল আমাদের অন্য লোকের বিষয়ে নিন্দা করতে ও দুর্বল দিক নিয়ে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। বরং অন্য মানুষের জন্যে মঙ্গল কামনা করে তাদের গড়ে তোলার জন্য ভালো কাজ করতে বলেছেন। আমাদের প্রত্যেককে পরনিন্দা পরিহার করে উৎসাহমূলক কথা বলতে হবে, যেন কেউ কষ্ট না পায়। আমাদের সব রকমের বিরক্তি প্রকাশ, রাগ, বাজে কথা বলা, ঝগড়া করা, চিৎকার-চেঁচামেচিঁ কিংবা মেজাজ দেখানো পরিহার করতে বলেছেন। তিনি অন্যের প্রতি দয়ালু, অন্যের দুঃখে দুঃখী হতে ও ক্ষমা করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ভূমিকাভিনয়

পরনিন্দা পরিহার সম্পর্কে যীশু কতো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তা তোমরা শুনেছো। এ জানার ভিত্তিতে তোমাদের একটি মজার কাজ করতে হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা যা শিখেছো তা ব্যবহার করে পরনিন্দা পরিহার করার বিষয়ে এমনভাবে দলগতভাবে ভূমিকাভিনয় করতে হবে যাতে খ্রীষ্টিয় শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

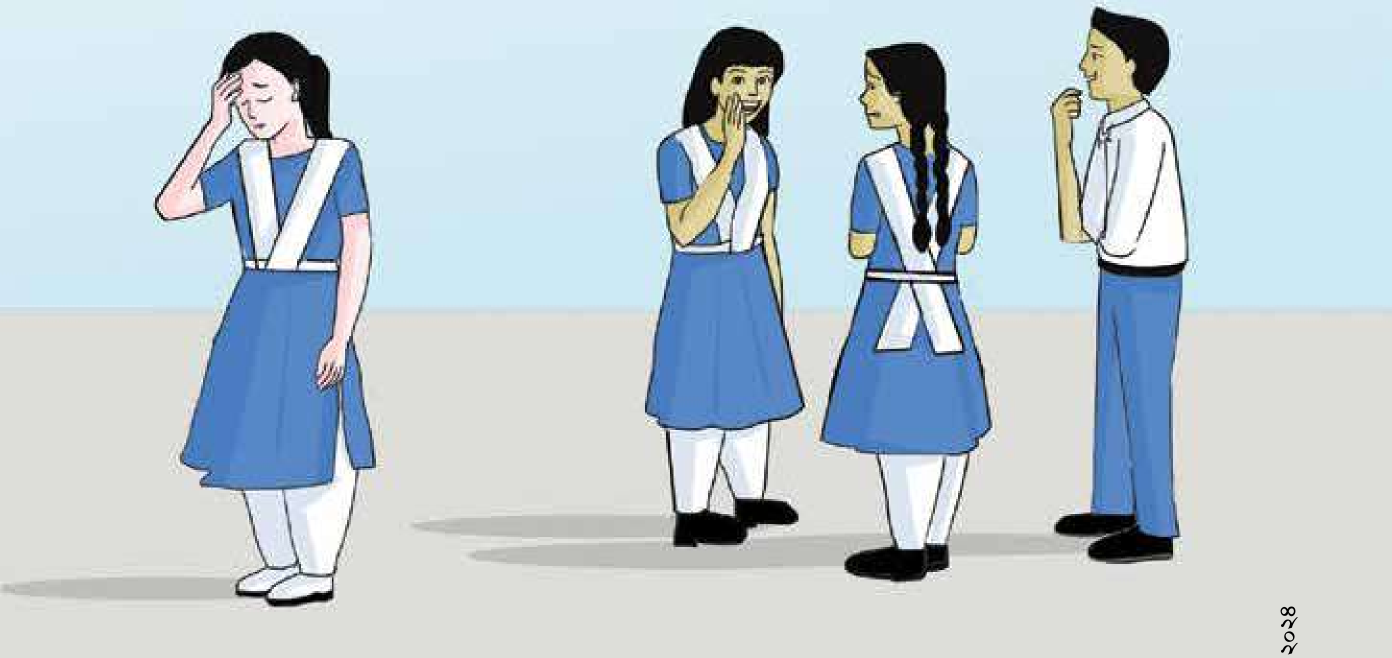

ছবি: পরনিন্দা পরিহার বিষয়ে ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয়ের জন্যে প্রথমে শিক্ষক তোমাদের দলে বিভক্ত করবেন। এরপর দলগতভাবে স্ক্রিপ্ট তৈরির জন্যে সময় নির্ধারণ করে দেবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি স্ক্রিপ্ট সংশোধন করে দেবেন। নিজেদের মধ্যে চরিত্রগুলো বিভাজন করে মহড়ার জন্যে তোমাদের সময় দেয়া হবে। মহড়া সম্পন্ন হলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলকে অভিনয়ের জন্যে আহ্বান করবেন।

ভূমিকাভিনয় শেষে তোমাদের অভিনীত বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা হবে। কোনো দলের ভূমিকায় যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন না ঘটলে শিক্ষক সংশোধন করবেন। যে দল আন্তরিকতার সাথে অভিনয় করেছে তাদের উৎসাহিত করা হবে। তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করো।

বাড়ির কাজ

মা-বাবা/অভিভাবকের কাছে তুমি তোমার নেতিবাচক দিকগুলো বলবে। তোমার কোন দুটি নেতিবাচক দিক ইতিবাচক দিকে রূপান্তরিত করতে চাও তা তাদের বলবে। কীভাবে এগুলো ইতিবাচক দিকে পরিণত করতে চাও তা তাদের সাথে share/আলোচনা করো এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শও নিতে পারো।

সকলে সক্রিয় থেকে কাজটি করে শিক্ষককে সহায়তা করবে।

উপহার ২৬-২৮

পরনিন্দা পরিহার করার উপায়

একটি গানের মধ্যদিয়ে শিক্ষক সেশনটি শুরু করবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি নিশ্চয় তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের সহায়তায় বাড়ির কাজটি করেছো। শিক্ষক তোমাকে বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসা সকলের কাজের একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। নির্ধারিত সময়ে তোমাকে কাজটি সমাপ্ত করতে হবে। কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছো কি না তা নিশ্চিত হতে শিক্ষক তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে প্রশ্ন করতে পারেন।

এ সেশনে তোমাদের জোড়ায় একটি কাজ করতে হবে। কী করবে তা শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে বলবেন। তোমরা মনোযোগসহকারে শুনবে। তুমি যে দুটি গুণ/ইতিবাচক দিক দুটি অর্জন করতে চাও তা কীভাবে করতে পারো তার একটি পরিকল্পনা জোড়ায় আলোচনা করে তৈরি করবে। তোমাদের তৈরি পরিকল্পনাটি তোমরা বোর্ডে/পোস্টার পেপারে এঁকে দেওয়া ছকের মতো করে লিখবে।

যেসব গুণ/ইতিবাচক দিক আমি অর্জন করতে চাই	কীভাবে অর্জন করবো

তোমাদের তৈরি পরিকল্পনাটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষক প্রয়োজনে তোমাদের ফিডব্যাক দেবেন।

বাড়ির কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, পরবর্তী সেশনের আগেই তোমরা প্রত্যেকে পূর্ববর্তী সেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী গুণ অর্জনের কাজটি বাড়িতে সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মা-বাবা/অভিভাবকের সহায়তা নিতে পারো। যেমন- তোমার সাথে যদি কেউ রাগ করে তাহলে তুমি অন্য কারো সাথে তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবে না বরং তোমার কোন ভুলের জন্যে রাগ করেছিলো, তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। এ কাজটি তোমার বইয়ে এঁকে দেওয়া ছকের মধ্যে লিখবে। লেখা শেষ হলে ছকের সর্বডানের কলামে মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর নেবে।

ঘটনার বিবরণ	অনুভূতি	মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর

বাড়িতে দেওয়া কাজটি করতে তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না শিক্ষক তোমার কাছে জানতে চাইলে তা নির্দ্বিধায় বলবে।

উপস্থাপন

তুমি বাড়িতে যে কাজটি করেছো তা কীভাবে করেছো এবং তোমার কেমন লেগেছে অর্থাৎ তোমার অনুভূতি শ্রেণিকক্ষে গল্পাকারে পর্যায়ক্রমে বলতে হবে।

এ কাজটির জন্যে শিক্ষক তোমার প্রশংসা করবেন। তোমার নেতিবাচক দিক ইতিবাচক দিকে পরিণত করতে যে কাজটি করেছ তার শুদ্ধতা কতটুকু- সে বিষয়ে শিক্ষক তোমাকে জানাবেন।

বাড়ির কাজ

তোমাকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দ্বিতীয় সেশনের আগেই তুমি কীভাবে পরনিন্দা পরিহার করেছো তা তোমার বইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠার ছকে লিখতে হবে যেখানে তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর থাকবে এবং শিক্ষকেরও স্বাক্ষর থাকবে। তোমার মা-বাবা/অভিভাবক প্রশ্নটি বুঝতে না পারলে নিচের ঘরের লেখাটি তাদের দেখাও। ছকটি নিম্নরূপ-

প্রিয় মা -বাবা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান বা পোষ্য পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে এমন একটি কাজ প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোন তারিখে করেছে এবং কীভাবে করেছে তা নিচের ছকে লিখবে। কাজটি সে করেছে কি না সে বিষয়ে আপনি ছকটিতে নির্ধারিত ঘরে আপনার মতামত লিখুন ও স্বাক্ষর করুন।

মাসের নাম ও সম্পাদনের তারিখ	ঘটনার বিবরণ	কীভাবে পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছো	মা-বাবা/ অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ২৯

একটি গল্প শোনো

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমার শিক্ষক এ সেশনটি সমবেত প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবেন। এরপর তিনি তোমাদের একটি গল্প বলবেন। এটি কোনো রূপকথার গল্প নয়, আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্যিকারের ঘটনা। এবার তাহলে গল্পটি শোনো। গল্পটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে কারণ এরপর তোমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

খ্রীষ্টিনা ও ক্লডিয়া সহপাঠী। খ্রীষ্টিনা লক্ষ করছে যে ক্লডিয়া তাকে পছন্দ করে না। ক্লডিয়া তার জন্মদিনে সবাইকে চকলেট দিলো কিন্তু খ্রীষ্টিনাকে দিলো না। সেদিন খেলতে গিয়ে ইচ্ছে করে খ্রীষ্টিনাকে ধাক্কা দিলো। তার খারাপ আচরণে খ্রীষ্টিনা কষ্ট পায় কিন্তু নীরবে সহ্য করে। ঈশ্বরের কাছে ক্লডিয়ার মন ও আচরণ পরিবর্তনের জন্যে সবসময় প্রার্থনা করে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি শুরু হলো। রাস্তা পিচ্ছিল হলো। তারা দু'জন একই রাস্তা ধরে হাঁটছিলো। হঠাৎ ক্লডিয়া পা পিছলে ব্যাগসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। খ্রীষ্টিনা তাকে হাত ধরে উঠতে সাহায্য করলো। ব্যাগটা তার কাঁধে তুলে দিলো। খ্রীষ্টিনার সাথে খারাপ আচরণ করে বিনিময়ে ভালো আচরণ পেয়ে ক্লডিয়া অবাক হয়ে গেলো। তার মনে অনুশোচনা হলো। সে খ্রীষ্টিনার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এভাবে তারা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো।

একক কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, গল্পটি তোমার কেমন লেগেছে? একটি সুন্দর গল্প আমাদের ভালো কিছু শেখাতে পারে। এ গল্পটি থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছো? চিন্তা করে মনে মনে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো। গল্পটি শোনার পর শিক্ষক তোমাকে তিন মিনিট সময় দেবেন চিন্তা করার জন্যে। তারপর তুমি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে। নির্দিষ্ট সময়ে তোমাকে এ উত্তরগুলো লিখতে হবে।

১। গল্পের কোন চরিত্রটি তোমার ভালো লেগেছে? কেন ভালো লেগেছে?

২। কোন চরিত্রটি ভালো লাগেনি? কেন ভালো লাগেনি?

৩। তোমার মতে খ্রীষ্টিনার চরিত্রে কী কী মানবীয় গুণ রয়েছে?

৪। ক্লডিয়ার আচরণের পরিবর্তন হলো কেন?

নির্দিষ্ট সময় পর শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখা শেষ করো এবং দলনেতার হাতে খাতা জমা দাও। এবার শিক্ষক তোমাদের উত্তরপত্র থেকে একই ও শুদ্ধ উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন। লক্ষ করো, তোমার লেখা উত্তরের সাথে অন্যদের লেখা উত্তরের পার্থক্য আছে কি না। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা উত্তরগুলোতে নতুন কিছু পেলে তা নোটবুকে লিখে রাখো।

তোমার নিজের জীবনের গল্প বলো

শিক্ষকের বলা গল্পের মতো তোমার নিজের জীবনে কি এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে? চিন্তা করে দেখো। যদি তুমি এ ধরনের কোনো ঘটনা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে চাও শিক্ষক তোমাকে সুযোগ দেবেন। তুমি সাবলীল ও সংক্ষিপ্তভাবে তোমার জীবনের গল্পটি বলার চেষ্টা করো। তোমার সহপাঠীরাও তাদের জীবনের গল্প বলবে। তুমি তাদের গল্পগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে। সহপাঠীদের গল্প বলা শেষ হলে করতালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমবেতভাবে প্রার্থনা করো এবং শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৩০

ফুলের পাপড়িতে নিজের গুণ সাজাও

সেশনের শুরুতে শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানাও। তোমার এবং সহপাঠীদের পরিবারে কেউ অসুস্থ থাকলে তা শিক্ষককে বলো। তারপর সমবেতভাবে সকল অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো।

এ সেশনে শিক্ষক তোমাদের ৩-৫ জন করে দলে ভাগ করবেন। তোমরা নিজেরাই দলনেতা নির্বাচন করবে। সহপাঠীদের সমর্থন পেলে তুমিও দলনেতা হতে পারো। শিক্ষক তোমাদের প্রতিটি দলে নিচের প্রশ্ন সম্বলিত চিরকুট দেবেন।

‘কী কী মানবীয় গুণ আমাদের অন্যের প্রতি সহনশীল ও ক্ষমাশীল হতে সহায়তা করে?’

তোমরা দলে বসে পাঁচ মিনিট প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবে। তারপর পোস্টার পেপারে-রং পেন্সিল দিয়ে একটি সূর্যমুখী ফুল আঁকবে। দলের একজন একাই সম্পূর্ণ ফুলটি অঙ্কন করবে না। প্রথমে দলনেতা ফুলটির মাঝখানের বৃত্তাকার অংশটি আঁকবে এবং তাতে “মানবীয় গুণাবলি” কথাটি লিখবে। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী বৃত্তের চারদিকে একটি করে পাপড়ি আঁকবে এবং সেই পাপড়িতে একটি গুণের নাম লিখবে। এভাবে একটি সূর্যমুখী ফুল আঁকার মাধ্যমে তোমরা প্রত্যেকে প্রশ্নটির উত্তর লেখার জন্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। তোমার বইয়ে একটি সূর্যমুখী ফুল দেয়া আছে। দেখো, তোমরা পোস্টার পেপারে যে ফুলটি অঙ্কন করেছ সেটি এরকম হয়েছে কি না।

ছবি: সূর্যমুখী ফুলের পাপড়িতে মানবীয় গুণাবলি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নির্ধারিত সময় পরে দলনেতাগণ ফুল আঁকা পোস্টার-পেপার শ্রেণিকক্ষের চারদিকে রশিতে টাঙিয়ে দেবে। সবাই ঘুরে ঘুরে এগুলো দেখবে ও পর্যবেক্ষণ করবে। নিজ দলের সূর্যমুখী ফুলে যে গুণের নাম লেখা হয়নি, তা যদি অন্য দল লিখে তবে তুমি তা নোটবুকে লিখে রাখো।

বাড়ির কাজ

শিক্ষক তোমাদের বাড়ির কাজ দেবেন। বাড়িতে গিয়ে তোমরা মা-বাবা/ অভিভাবকের সাথে ক্রোধ ও প্রতিশোধ পরিহার, শত্রুর প্রতি সহনশীলতা ও ক্ষমার বিষয় নিয়ে কথা বলবে এবং এ বিষয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের ধারণা লিপিবদ্ধ করবে। পরবর্তী সেশনে তোমরা শ্রেণিকক্ষে এ বাড়ির কাজ উপস্থাপন করবে।

উপহার ৩১-৩২

সহনশীলতা ও শত্রুকে ক্ষমা করা

শিক্ষকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো এবং সবাই মিলে নিচে প্রদত্ত গানে বা সমতুল্য অন্য কোনো গানে অংশগ্রহণ করো।

তুমি যখন বেদিতে যজ্ঞ কর নিবেদন
তখন যদি একথা হয় তোমার স্মরণ
তোমার প্রতি কোনো ভাইয়ের আছে অভিযোগ
তুমি যজ্ঞ রেখে ফিরে যাও তার কাছে আগে
প্রথমে মিলিত তুমি হও তার সনে
পরে এসে অর্পিও যজ্ঞ মোর পানে।

সুশীল বাড়ৈ, গীতাবলী ১২১

গান শেষ হলে শিক্ষক আজ পবিত্র বাইবেল থেকে শিষ্যদের কাছে বলা যীশু খ্রীষ্টের উপদেশবাণী তোমাদের দিয়ে পাঠ করাবেন। তোমরা মথি ৫:২১-২৪, ৩৮-৪২, পদগুলো পাঠ করবে। বাইবেল পাঠ করবে পবিত্রভাব নিয়ে এবং শব্দ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করবে।

ছবি: যীশু শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

অহংকার, লোভ, ক্রোধ, পেটুকতা, হিংসা এবং আলস্য– এই রিপুগুলো আমাদের পাপের পথে নিয়ে যায়। যেমন, ক্রোধ বা রাগের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক খারাপ কাজ করি। যার সাথে চিৎকার করে রাগ করি তাকে গালমন্দ ও মারধর করি। যীশু খ্রীষ্ট রাগ না করার বিষয়ে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। চলো দেখি, পবিত্র বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

ক্রোধের বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৫:২১-২৪ পদ

'তোমরা শুনেছ আগের লোকদের কাছে এই কথা বলা হয়েছে, 'খুন করো না: যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, 'তুমি অপদার্থ': সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে তার ভাইকে বলে, 'তুমি বিবেকহীন,' সে নরকের আগুনের দায়ে পড়বে।

সেইজন্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বেদীর উপরে তোমার দান উৎসর্গ করবার সময় যদি মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কিছু বলবার আছে, তবে তোমার দান সেই বেদীর সামনে রেখে চলে যাও। আগে তোমার ভাইয়ের সংগে আবার মিলিত হও এবং পরে এসে তোমার দান উৎসর্গ কর।'

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু বলতে চেয়েছেন যে আমরা ভাই বা বোনের সাথে রাগ হয়ে কটুকথা বা গালমন্দ করলে ঈশ্বর আমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য অর্পণ করা পবিত্রতম কর্তব্য; কিন্তু ভাই বা বোনের কাছে ক্ষমা না চাইলে ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন না। তাই আগে ভাইয়ের কাছে নিজের কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইবো, পরে এসে ঈশ্বরের কাছে আমার দান উৎসর্গ করবো। ঈশ্বর চান যে, ক্ষমা করে ও ক্ষমা চেয়ে আমরা যেন মিলন ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি।

ছবি আঁকবে

এবার তোমরা বাইবেলের মথি ৫: ২১-২৪ পদের আলোকে ছবি আঁকবে। ছবির বিষয়বস্তু হবে এরকম– বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে রাগ হয়ে কথা বলছে (১ম ছবি)। গির্জার/চার্চের উৎসর্গের বেদির সামনে বড় ভাই ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। নৈবেদ্য উৎসর্গ না করে ছোট ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছেন (২য় ছবি) । বড় ভাই ছোট ভাইকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরেছে (৩য় ছবি)। শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা ধারাবাহিকভাবে তিনটি ছবি আঁকবে যেখানে রাগ দমন করে, ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের বিষয়টি ফুটে উঠবে।

ছবি: বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে রাগ করে ধস্তাধস্তি করছে

সময় শেষ হলে শিক্ষকের কাছে ছবিগুলো জমা দাও। শ্রেণিকক্ষে দলনেতাগণ রশির সাহায্যে ছবিগুলো টাঙিয়ে দেবে। তুমি সহপাঠীদের পোস্টার পেপারে আঁকা ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখো এবং তাদের প্রশংসা করো।

ছবি: গির্জার/চার্চের উৎসর্গের বেদির সামনে বড় ভাই ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিয়ে উপস্থিত

ছবি: ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের পুনর্মিলন

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

কেউ আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে আমরাও যদি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করি তবে সেটাকে প্রতিশোধ নেয়া বলে। কিন্তু যীশু বলেছেন, আমরা প্রতিশোধ নিবো না। কেউ যদি আমাদের জিনিস কেড়ে নিতে চায় তবে প্রতিবাদ না করে তা দিয়ে দেবো। অশান্তি করার চেয়ে আত্মত্যাগ করা শ্রেয়। চলো দেখি, বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

প্রতিশোধের বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৫: ৩৮-৪২

‘তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, ‘চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই ক’র না: বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দিয়ো। যে কেউ তোমার জামা নেবার জন্যে মামলা করতে চায় তাকে তোমার চাদরও নিতে দিও। যে কেউ তোমাকে তার বোঝা নিয়ে এক মাইল যেতে বাধ্য করে তার সংগে দু’মাইল যেও। যে তোমার কাছে কিছু চায় তাকে দিও। আর যে তোমার কাছে ধার চায় তাকে দিতে অস্বীকার করো না।’

ছবি: কেউ তোমার প্রিয় জিনিস নিতে চাইলে দিতে অস্বীকার করো না

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু বলেছেন কেউ আমাদের প্রতি অন্যায় করলে আমরা প্রতিশোধ নেব না। কারণ প্রতিশোধ নিলে শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। আমরা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে অন্যায়কারীর জন্যে ভালো কিছু করলে তার মন পরিবর্তন হবে। সে সুপথে ফিরে আসবে এবং তার সাথে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। কেউ ধার চাইলে তাকে ধার

দেবো, কারণ অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা প্রতিশোধ নিয়ে অন্যায়কারীর বিচার করবো না। কারণ তার বিচার ঈশ্বর নিজেই করবেন।

ছবি: অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য করা

বাইবেলের বাণী ভিডিওতে দেখো

এ সেশনে শিক্ষক তোমাদের ভিডিওর মাধ্যমে প্রতিশোধ না নেয়া সম্পর্কে যীশুর উপদেশবাণী প্রদর্শন করবেন।। এখানে ভিডিও লিংক দেয়া হলো। তুমি ইচ্ছে করলে বাড়িতে বসে এ ভিডিওটি আবার দেখতে পারো।

প্রতিশোধ সম্পর্কে যীশুর সতর্ক বাণী।। Bengali Bible Story

https.youtube.com/watch?v=AnYjXTgbQA@feature=share

জোড়ায় কাজ করো

বাইবেল পাঠ এবং ভিডিও দেখা শেষ হলে শিক্ষক তোমাদের জোড়ায় বসতে বলবেন। তোমার পরবর্তী ক্রমিক নম্বরের সহপাঠী তোমার জোড়া হতে পারে অথবা পাশে যে বসেছে সেও তোমার জোড়া হতে পারে। তোমরা জোড়ায় বসে আলোচনা করবে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার আলোকে কী কী কল্যাণকর আচরণ করা উচিত এবং কী কী অকল্যাণকর আচরণ পরিহার করা উচিত। আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করো এবং নিচের ছকটি পূরণ করো। কাজটি করার জন্যে তোমরা দশ মিনিট সময় পাবে।

নির্ধারিত সময় শেষে প্রতি জোড়ার যে কোনো একজনকে শিক্ষক পূরণকৃত ছকটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করার জন্যে ডাকবেন। আশা করি তুমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপস্থাপনার জন্যে এগিয়ে যাবে। শ্রেণির যে কোনো

কার্যক্রমে সবসময় সক্রিয় থাকবে।

কল্যাণকর আচরণ	অকল্যাণকর আচরণ
১। ধৈর্যশীল হওয়া	১। রাগ করা
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

ধন্যবাদ জানিয়ে তোমার শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৩৩-৩৪

মিলেমিশে থাকা

সেশনের শুরুতে শিক্ষককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো এবং নিচের গানটি অথবা শিক্ষক যদি অন্য কোনো গান গাইতে নির্দেশনা দেন, তবে তাতে অংশগ্রহণ করো।

ক্ষমার বাণী, ক্ষমার বাণী!
বিশ্বত্রাতা মহাপ্রভুর প্রেম, ক্ষমার বাণী।।
যীশু প্রেমময় মোদের লাগি' ক্ষমা চায়
নম্র হয়েছে ক্রুশের 'পরে হায় হায়।
অপরাধী নয়, ক্ষমার তরে সইলে সবি।।

আত্মত্যাগী নিজেরে করেছে উজাড়
এই তো তারি প্রেমের পরিচয়।
মমতা দিয়ে গড়া ওরে তাঁর হৃদয়খানি।।
(গীতাবলী: গীতাঙ্ক ৯৩২)

আজ শিক্ষক তোমাদের বাইবেল থেকে মথি ৫:৪২-৪৮ পদ পাঠ করতে বলবেন। তোমরা দুই বা তিনজন বাইবেলের এই পদগুলো পাঠ করবে। প্রত্যেকে একটা করে পদ পাঠ করতে পারো।

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

তোমরা জানো যে যারা আমাদের ক্ষতি করে তারা আমাদের শত্রু। তাদের আমরা ঘৃণা করি। ফলে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়, দূরত্ব বাড়ে। কিন্তু শত্রুদের ভালোবাসলে তাদের মন পরিবর্তন হবে এবং তারা আমাদের বন্ধু হবে। চলো দেখি, যীশুখ্রীষ্ট এ বিষয়ে আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন।

শত্রুকে ভালোবাসবার বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৫:৪২-৪৮

'তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবেসো এবং শত্রুকে ঘৃণা কোরো।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও ভালবেসো। যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্যে প্রার্থনা করো। যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন। যারা তোমাদের ভালবাসে কেবল তাদেরই যদি তোমরা ভালবাস তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? কর-আদায়কারীরাও কি তা-ই করে না? আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের নিজেদের লোকদেরই শুভেচ্ছা জানাও তবে অন্যদের চেয়ে বেশী আর কি করছ? অযিহূদীরাও কি তা-ই করে না? এইজন্য বলি, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।'

ছবি: মিলেমিশে থাকা

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সব মানুষ ঈশ্বরের দয়ায় বেঁচে আছে। যীশুর সময়ে সমাজে যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিলো না। ফলে সমাজে হানাহানি লেগে থাকতো। যীশু খ্রীষ্ট এ পৃথিবীতে এসেছিলেন ক্ষমা ও ভালোবাসার বাণী নিয়ে। তিনি বললেন যে, শুধু বন্ধুদের নয় শত্রুদেরও ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বর তার সব সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসেন। তাই আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে শত্রু-মিত্র সবাইকে ভালোবাসবো। শত্রুদের ক্ষমা করবো, তাদের জন্যে প্রার্থনা করবো, যেন তারা সুপথে ফিরে আসে। ক্ষমাশীল ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরাও ভাইয়ের বা বোনের প্রতি ক্ষমাশীল হবো। এভাবে আমরা হয়ে উঠতে পারবো ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান।

'শত্রুকে ভালোবাসবার বিষয়ে শিক্ষা' ভিডিওতে দেখি

শত্রুকে ক্ষমা করার বিষয়ে নিচের যেকোনো একটি ভিডিও শিক্ষক তোমাদের দেখাবেন। ভিডিও লিংক দেয়া আছে। তুমি বাড়িতে নিজে এ ভিডিও দুটি দেখতে পারো। আশা করি তোমার ভালো লাগবে এবং যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমা ও ভালোবাসার বাণী হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে।

১. যীশু শত্রুকেও ভালোবাসতে বলেছেন, কিন্তু কেন? Bible Quotes in Bengali
https://youtube.com/watch?v=Oma6yDLmilk@feature=share

২. The Story of Two Friends-A Short Lesson About Forgiveness
https://youtube.com/watch?v=OxOoT1CAGHA@feature=share

তোমার অনুভূতি প্রকাশ করো

বাইবেল পাঠ ও ভিডিও তোমার কেমন লেগেছে? শিক্ষক অবশ্যই সুযোগ দেবেন যেনো তুমি এ বিষয়ে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারো। মনে মনে প্রস্তুতি নাও, ভয় পেয়ো না। নির্ভয়ে ও সাবলীলভাবে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করো।

গল্প লিখবে

তুমি অন্যের লেখা গল্প শুনতে ভালোবাসো। এবার তুমি নিজেই গল্প লিখবে। শিক্ষক তোমাকে গল্পের বিষয় বলে দেবেন। গল্পের বিষয় হলো-- 'শত্রুকে ক্ষমা করলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ সাধিত হয়।' এ বিষয়টিকে মূলভাব ধরে একটি ছোট গল্প লিখবে। বাইবেল পাঠ ও ভিডিও দেখে যে জ্ঞান অর্জন করছো, তা প্রয়োগ করে দশ মিনিটের মধ্যে একটি ছোট গল্প লিখে জমা দেবে। লেখা শেষ হলে গল্পটি শিক্ষকের হাতে জমা দাও।

সবাই একসাথে বিশ্বের শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করো এবং শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৩৫-৩৬

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করো

শিক্ষককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো এবং সমসাময়িক সময়ে দুর্ঘটনায় কবলিত মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্যে সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

ক্রোধ পরিহার করে ধৈর্যশীল হওয়া, প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে সহনশীল হয়ে শত্রুকে ক্ষমা করা ও ভালোবাসা---ইত্যাদি বিষয়ে তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা জানার জন্যে মুক্ত আলোচনা করো। তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীরা নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জানতে সাহায্য করবে। অন্যেরা প্রশ্ন করলে তুমি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে।

শিক্ষক তোমাদের সঠিক উপলব্ধির জন্যে এভাবে বলবেন--- রাগ, প্রতিশোধপরায়ণতা ও শত্রুতা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে এবং মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অন্যদিকে ক্ষমা ও সহনশীলতা মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে। ক্ষমা ও সহনশীলতার অভাবে পরিবারে ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যীশুর শিক্ষা আমাদের শান্তিময় সমাজ ও দেশ গড়তে আহ্বান করে। ব্রাজিলের বিখ্যাত লেখক পাওলো কোয়েলহো তাঁর "30 SEC READING: why do we shout in anger?" গল্পে লিখেছেন, "দুটো মানুষ যখন একে অপরের উপরে রেগে যায় তখন তারা একে অন্যের অন্তর

থেকে দূরে সরে যায়। এই রাগ তাদের অন্তরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে । এই দূরত্ব একটু একটু করে যতই বাড়তে থাকে ততই তাদের ক্রোধ বা রাগ বেড়ে যায় এবং তাদের আরও চিৎকার করতে হয় এবং আরও জোরে তর্ক করতে হয়।”

শিক্ষক যখন উপরের কথাগুলো বলবেন তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং তোমার কোনো মতামত থাকলে তা প্রকাশ করবে।

তোমার জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা

আমাদের পরিবারে, সমাজে, দেশে ও বিদেশে মানুষের মধ্যে ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতার অভাবে নানা অকল্যাণকর ঘটনা ঘটছে। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। তোমরা এখন দলে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

দলগত কাজের নির্দেশনা

শিক্ষক শ্রেণিতে তোমাদের সংখ্যা অনুযায়ী ৪-৫ জন করে কয়েকটি দলে বসতে বলবেন। এবার তোমরা দলে বসে রাগ হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া ও শত্রুর প্রতি ঘৃণাবোধের কারণে পরিবারে, সমাজে, দেশে ও বিদেশে সংঘটিত কয়েকটি অকল্যাণকর ঘটনা শনাক্ত করে লিখবে। এ বিষয়ে তোমরা টিভি সংবাদ, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও দৈনিক খবরের কাগজ থেকে খবর সংগ্রহ করতে পারো। নিচের ছকে ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করো।

অকল্যাণকর ঘটনা
১। এসিড নিক্ষেপ
২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ
৩।
৪।

প্রতিটি দল থেকে একজন শনাক্ত করা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। তোমরা নিজ দল থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একজনকে বেছে নাও– যে একটি ঘটনা সম্পর্কে বলবে। শিক্ষক

পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলকে ডাকবেন। অন্য দলগুলোর উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং করতালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবে।

বাড়ির কাজ

যীশু খ্রীষ্ট আমাদের বলেছেন, তোমার ভাইকে সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করবে (মথি ১৮: ২২ পদ) । তাই ক্ষমাশীল ও সহনশীল হয়ে দুটি কাজ পরিবার ও বিদ্যালয়ে সম্পন্ন করবে। কাজ দুটি কীভাবে করেছ আগামী সেশনে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করবে। এ অভিনয় তোমরা জোড়ায় করবে। অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট তোমরা নিজেরাই তৈরি করে পরবর্তী সেশনে জমা দেবে। অভিনয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় পোশাক ও সামগ্রী নিয়ে আসবে। পরবর্তী সেশনের পূর্বে প্রস্তুতির জন্যে তিন দিন সময় পাবে।

ঈশ্বরের প্রশংসা করে সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো এবং শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৩৭-৩৮

ভূমিকাভিনয়

সেশনের শুরুতে শিক্ষকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। সামসংগীত/গীতসংহিতা ১১৬:৫-৮ পদ সকলের সাথে সুর মিলিয়ে পাঠ করো।

“সদাপ্রভু দয়াময় ও ন্যায়বান;

আমাদের ঈশ্বর মমতায় পূর্ণ।

সদাপ্রভু সরলমনা লোকদের রক্ষা করেন;

আমি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম

কিন্তু তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন।

হে আমার প্রাণ, আবার শান্ত হও,

কারণ সদাপ্রভু তোমার অনেক মংগল করেছেন।

হে সদাপ্রভু, তুমিই মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ,

আর পড়ে যাওয়ার হাত থেকে আমার পা রক্ষা করেছ।”

অভিনয় করবো

শিক্ষকের নির্দেশমতে তুমি নিশ্চয়ই ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছো। শিক্ষকের হাতে এটা জমা দাও। তিনি এটা দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দেবেন। এবার তুমি সহপাঠীর সাথে অভিনয়ের মহড়া দাও। অভিনয়ের স্থান, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত আছে কি না তা দেখো। । মহড়া শেষ হলে এবার শিক্ষক এক জোড়া করে অভিনয়ের জন্যে ডাকবেন। অভিনয় শেষ হলে কার অভিনয়ে সহনশীলতা ও ক্ষমা করার বিষয়টি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। তাই তুমি যে কাজটি করেছ তা অভিনয়ের মাধ্যমে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করো।

যীশু খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শত্রুদের ক্ষমা করেছেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি করে বলেছেন, ‘পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করেছে, ওরা তা জানে না’ (লুক ২৩:৩৪)। যীশুর মতো সহনশীল ও ক্ষমাশীল হও। তাহলে তুমি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারবে।

ক্ষমাশীল ও সহনশীল হওয়ার জন্যে আশীর্বাদ চেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। তুমি অবশ্যই প্রার্থনা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারো। এরপর শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

অঞ্জলি ৩

প্রিয় শিক্ষার্থী,

এ অঞ্জলি চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে ‘খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ চর্চা’ করা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। তুমি একটি শিক্ষা অথবা চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। পরিদর্শন করে তুমি তোমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পরিদর্শনকৃত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে একটি টিভি নিউজ প্রস্তুত করবে। এছাড়াও তুমি তোমার এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদান করা, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা করা ও নিজ এলাকা পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ বেশ কিছু কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারবে। তুমি তোমার এলাকায় সম্প্রীতি চর্চা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে কাজ করতে পারবে।

উপহার ৩৯

সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রস্তুতি

শিক্ষক তোমাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। তুমি শিক্ষকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ে অংশগ্রহণ করো।

একটি নির্দিষ্ট দিনে তোমাকে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যেতে হবে। তুমি যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাবে সেটি হতে পারে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে, হতে পারে প্রি-স্কুল, অ-প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র অথবা মিশনারি স্কুল। আবার প্রতিষ্ঠানটি হতে পারে খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত চিকিৎসাসেবাকেন্দ্র বা কোনো দাতব্য সেবা প্রতিষ্ঠান অথবা ফ্রি ফ্রাইডে চিকিৎসাসেবাকেন্দ্র।

শিক্ষক তোমাকে পরিদর্শনে যাবার তারিখ ও সময় পূর্বেই জানাবেন। পরিদর্শনে যাবার জন্যে তোমার মাতা-পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। শিক্ষক তোমাকে পরিদর্শনে যাবার বেশ আগেই অনুমতি পত্র দিয়ে সেটি পূরণ করে আনতে বলবেন। তুমি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অনুমতিপত্র তোমার মাতা-পিতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

পরিদর্শনে যাবার দিনটি হতে পারে স্কুল চলাকালীন দিনে আবার তা হতে পারে ছুটির দিনেও। পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে তোমাকে কিছু নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। তোমার কোনো ভয় নেই কারণ শিক্ষক তোমাকে পরিদর্শনে যাবার উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ও সঠিকভাবে আগেই বুঝিয়ে বলবেন। পরিদর্শনে যাবার বিষয়ে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন বা জানার বিষয় থাকে তাহলে তুমি নির্ভয়ে শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়ো। শিক্ষক যত্ন সহকারে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিদর্শন কার্যক্রমটি পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করবেন।

পরিদর্শনে যাবার জন্যে কখন কোথায় তোমাকে আসতে হবে এবং কী কী জিনিসপত্র তোমার সাথে নিতে হবে শিক্ষক তা পূর্ব থেকেই তোমাকে বলবেন। তোমার হয়তো ব্যাগ, নোটবুক, কলম ও পানি লাগতে পারে। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার বা বিকেলের নাস্তা তোমার বাড়ি থেকে আনতে হবে কি না তা তোমাকে আগেই জানানো হবে। শিক্ষক তোমার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন, তুমি চিন্তা করবে না। পরিদর্শনের সময়ে পরিবহণ বা যানবাহন ব্যবহার করা হলে সতর্কতা ও সাবধানতা বজায় রেখো, যেনো কোনো প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে।

পরিদর্শনে গিয়ে তুমি অবশ্যই সকলের সাথে ভালো আচরণ করবে। সেখানে গিয়ে তোমার যা করণীয় কাজ তা মনোযোগ দিয়ে করো, শিক্ষক তোমাকে তোমার করণীয় কাজ সম্পর্কে আগেই জানিয়ে দেবেন। সাক্ষাৎকারের বিষয় থাকলে শিক্ষক তোমাকে আগেই বলবেন তোমাকে কোথায়, কখন ও কার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে। পরিদর্শন চলাকালে শিক্ষক যে কাজে তোমাকে অংশগ্রহণ করতে বলেন সে কাজে অংশগ্রহণ করো। শিক্ষক তোমার সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবেন।

উপহার ৪০-৪১

পরিদর্শনে যাওয়া

তুমি এই সেশন দু'টিতে সেবা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে যাবে। তোমাকে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিদর্শনে যাবার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে। তোমার শারীরিক কোনো সমস্যা থাকলে আগেই শিক্ষককে জানাবে। যানবাহনে ওঠার পূর্বে নিরাপদ যাত্রার জন্যে শিক্ষক ও তোমার সহপাঠীদের সাথে প্রার্থনায় মিলিত হবে।

যানবাহনে ওঠার সময় সারিবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সাথে প্রবেশ করো। শিক্ষা বা চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে সমাজ সেবায় ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করো। পরিদর্শনের সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী কথা বলা বা শিক্ষক-শিক্ষার্থী কথা বলা অথবা দলগতভাবে আলোচনায় যুক্ত হবে। শিক্ষা বা চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড ও সমাজসেবায় তাদের অবদান বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চেষ্টা করো। সেবাকাজের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্যে তোমার পূর্ব জ্ঞান ও বর্তমানে প্রদর্শিত অভিজ্ঞতা সমন্বয় করো। তুমি ভালো করে উপলব্ধি করো, যে কীভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, গরীব মায়েরা, অসুস্থ লোকেরা, অসুস্থ শিশুরা বিনামূল্যে ডাক্তারি পরামর্শ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসেবা গ্রহণ করছে। তারা তাদের নিজস্ব এলাকায় বসবাস করে কীভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় তার জন্যে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্যে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, সুস্থ থাকার জন্যে পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে শিক্ষা পাচ্ছে। তাদের অনেকেরই বাড়ি-ঘর নেই, চাকুরি নেই, খাবার নেই, চিকিৎসার জন্যে টাকা নেই। কেউ কেউ আছে তারা তোমাদেরই সমবয়সী।

তুমি খুব ভালো করে উপলব্ধি করো যে এই প্রতিষ্ঠানটি যে কাজ করছে, তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে করছে। যে বিষয়গুলো তোমার ভালো লাগবে তা নোট খাতায় লিখে রাখো। পরিদর্শন চলাকালীন সময় কোনো প্রকার কাগজ বা ময়লা-আবর্জনা দিয়ে পরিদর্শনের এলাকা নষ্ট করা যাবে না। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী খাবার খেতে হবে। ফিরে আসার জন্যে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবহণে সারিবদ্ধভাবে উঠতে হবে। ফিরে আসার পর শৃঙ্খলার সাথে নেমে বাসায় চলে যাবে। যাবার সময় শিক্ষককে ধন্যবাদ দেবে। তোমার মাতা-পিতা বা অভিভাবক তোমাকে গ্রহণ করলে তাদের সাথে বাসায় চলে যাবে আর তোমাকে যদি একাকী যেতে হয় তাহলে পথে কোথাও দেরি করবে না।

বিবরণী তৈরি করবো

শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ে তোমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পরিদর্শন থেকে যে ধারণা লাভ করেছো এ দু'টির সমন্বয় করে একটি বিবরণী বাড়ি থেকে লিখে আনতে হবে।

উপহার ৪২-৪৩

পরিদর্শন কাজের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন

আজকের সেশনে শিক্ষক তোমাকে দলগত কাজে অংশগ্রহণ করতে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী দুটি বা তার অধিক দলে তোমাদের ভাগ করবেন। দলগত কাজের জন্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র প্রয়োজন হবে শিক্ষক তোমাদের তা সরবরাহ করবেন, যেমন- পোস্টার পেপার, সাইন পেন, পিন ইত্যাদি।

দলগত কাজ

শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তোমার পূর্ব অভিজ্ঞতা সমন্বয় করে যে ধারণা অর্জন করেছো তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তোমাদের দলগতভাবে আলোচনা করতে বলবেন। তোমাদের টিভি নিউজের মত একটি নিউজ তৈরি করতে হবে। এটি খুবই চমৎকার ও সুন্দর কাজ। কখন প্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে, মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে, মানুষ কীভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে, সমাজসেবায় কীভাবে কাজ করছে, পরিবেশ সংরক্ষণে কীভাবে ভূমিকা রাখছে এ বিষয়গুলো যেন নিউজে আসে, তা খেয়াল রাখতে হবে। পরিদর্শন চলাকালে শিক্ষক তোমাকে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন। তুমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছো কি না তা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন। নিউজ তৈরির কাজটি হয়ত একটি সেশনে পুরোপুরি শেষ হবে না তাই একাধিক সেশনে তোমাকে কাজ করতে হতে পারে। নিউজ তৈরির সময় তুমি অন্যান্যদের সাথে মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করো। নিউজটি উপস্থাপন করার জন্যে শিক্ষক প্রত্যেক দল থেকে একজন করে দলনেতা তৈরি করবেন। তোমাকে যদি দলনেতা নিযুক্ত করা হয় তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করো আর যদি দলনেতা নিযুক্ত না হতে পারো তাতে কষ্ট নিবে না।

মা-বাবার সাথে আলোচনা

টিভি নিউজ সম্পর্কে বাড়িতে মা-বাবা বা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করো। মা-বাবা বা অভিভাবক যেন পরিদর্শনের উপকারিতা অনুধাবন করতে পারে এবং নিউজ লেখায় তোমার পারদর্শিতা উপলব্ধি করতে পারে তার জন্যে সব কিছু পরিষ্কারভাবে জানাবে। নিউজ সম্পর্কে মা-বাবা বা অভিভাবকের সাথে আলোচনার পর তাদের অভিব্যক্তি নোট বইয়ে লিখে রাখো। মা-বাবার অভিব্যক্তি থেকে যে বিষয়গুলো নিয়ে নিউজকে আরও সমৃদ্ধ করা যায় তা অন্তর্ভুক্ত করো।

নিউজ উপস্থাপনা

শিক্ষক তোমাকে তোমার তৈরি করা নিউজটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন। শিক্ষক যদি তোমাকে প্রথমে উপস্থাপন করতে বলেন তাহলে উৎসাহের সাথে গিয়ে উপস্থাপন করো, আর যদি তোমাকে না বলেন তাতে কোনো সমস্যা নেই, তুমি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপনা দেখো। নিউজ উপস্থাপনকালে অন্য শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত নিউজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো নোট বইয়ে লিখে রাখো।

উপহার ৪৪

পবিত্র বাইবেলে সুস্থতা লাভের ঘটনা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

শিক্ষক আজ তোমাদের বাইবেল পাঠ, গল্প, ভিডিও ও ছবি ব্যবহার করে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে সুস্থতার বিষয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনায় তুমি মনোযোগ দেবে। কোনো বিষয় যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে প্রশ্ন করে জেনে নেবে।

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

পবিত্র বাইবেলে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ে অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের প্রধান দুটি মৌলিক চাহিদা শিক্ষা ও চিকিৎসা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবসেবায় এ বিষয় দুটি অধিকতর গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে উদ্ধৃত ৯:১-৮ পদ পাঠ করে চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে জানবে।

অবশ রোগী সুস্থ হল

মথি ৯:১-৮

‘পরে যীশু নৌকায় উঠে সাগর পার হয়ে নিজের শহরে আসলেন। লোকেরা তখন বিছানায় পড়ে থাকা একজন অবশরোগীকে তাঁর কাছে আনলো। সেই লোকদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই রোগীকে বললেন, ‘সাহস করো। তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।’ এতে কয়েকজন ধর্ম-শিক্ষক মনে মনে বলতে লাগলেন, ‘এই লোকটা ঈশ্বরকে অপমান করছে।’ যীশু তাঁদের মনের চিন্তা জেনে বললেন, ‘আপনারা মনে মনে মন্দ চিন্তা করছেন কেন? কোনটা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল,’ না ‘তুমি উঠে বেড়াও’? আপনারা যেন জানতে পারেন এই পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে’-এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, ‘ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ি যাও।’ তখন সে উঠে তার বাড়িতে চলে গেল। লোকে এই ঘটনা দেখে ভয় পেল, আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল।’

ছবি: অবশ রোগী সুস্থ হওয়ার দৃশ্য

তোমার করণীয়

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক উপরে দেয়া বাইবেলের পদগুলো পাঠ করতে পারেন, আবার তোমাকেও পাঠ করতে বলতে পারেন। বাইবেল পাঠ শেষ হলে শিক্ষক এই পদগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সময় তোমাদের কাছে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, তুমি প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দেবে। শিক্ষক এ পাঠ আলোচনার সময় উপরে দেয়া 'অবশ রোগী সুস্থ হলো' নামক ছবিটি ভালো করে দেখো। তবে মনে রেখো ছবিটি সহজভাবে বোঝার জন্যে দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি উদাহরণ। এছাড়াও যীশু অনেক মানুষকে সুস্থ করেছেন।

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

প্রিয় শিক্ষার্থী, বাইবেলের এ অংশে মানুষের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। যীশু ঐ অবশ-রোগীকে সুস্থ করে আমাদের জন্যে মানবসেবার বিশেষ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যারা অসুস্থ আছেন তাদের সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের চারপাশে অনেকে মানসিক ও আত্মিকভাবে অসুস্থ আছে তাদেরও সেবা করা প্রয়োজন। তাদের শরীর ও মনে অনেক কষ্ট আছে। তারা শারীরিক ও আত্মিকভাবে সুস্থতা চায়। যীশু ঐ লোকটিকে সুস্থ করলেন এবং তার নিজের সমাজে যেতে বললেন। তিনি সুস্থ হয়ে নিজের সমাজে গিয়ে বসবাস করলেন। আমাদের একটা সুস্থ সমাজ প্রয়োজন। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা প্রয়োজন।

অভিনয় করবো

প্রিয় শিক্ষার্থী, যীশুর বলা এই ঘটনাটি শিক্ষক তোমাদের অভিনয় করতে বলবেন। তবে অভিনয় করার জন্যে শিক্ষক তোমাদের সহযোগিতা করবেন এবং সুন্দরভাবে করার জন্যে তোমাদের যা প্রয়োজন তা তিনি সরবরাহ করবেন। অভিনয়ের জন্যে তোমাদের সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। অভিনয়ের সময় যেনো শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রেখো। তোমাদের মধ্যে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা তোমরাই ঠিক করো। তবে মনে রেখো অভিনয় সুন্দর হবার জন্যে একে অপরের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

প্রশ্নের মাধ্যমে জানি

চিকিৎসা ও নার্সিং সেবা বিষয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করে তোমাদের ধারণাকে শিক্ষক আরও মূর্ত করে তুলবেন। তাই শিক্ষক যখন প্রশ্ন করবেন তখন মনোযোগসহকারে শুনতে হবে।

১. যে লোকটিকে যীশুর কাছে আনা হয়েছিল তার কোন ধরনের অসুস্থতা ছিলো?

২. যীশু তাকে কী বললেন?

৩. সুস্থ হয়ে লোকটি কী করেছিলেন?

৪. উপস্থিত লোকেরা কী করেছিলেন?

উপহার ৪৫

চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

শিক্ষক তোমাদের কাছে অডিও, ভিডিও, ছবি, পোস্টার ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্রের মাধ্যমে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় তার অবদান ও বাইবেলের নির্দেশনা তুলে ধরবেন। শিক্ষক বাইবেলে বর্ণিত স্বাস্থ্য সেবার আলোকে অনেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় পৃথিবীব্যাপী বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন কিছু বিষয় বলবেন। তাদের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আজকের সেশনে শিক্ষক তোমাদের সাথে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবন, চিকিৎসা ও সেবাকাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

ছবি: ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে আলোকবর্তিকা বা The Lady with the Lamp নামে ডাকা হয়। তিনি ১৮২০ সালের ১২মে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সনের ১৩ আগস্ট লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে সেবাকাজ শুরু করেছিলেন। তিনি তার আহ্বানের মধ্যদিয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট হ্রাস ও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে নার্সিং পেশা বেছে নিয়েছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আধুনিক নার্সিংয়ের মূল দার্শনিক। নার্সিং শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক করার জন্যে তার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি মিডওয়াইফ এবং নার্সদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় তুরস্কে ব্রিটিশ এবং মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের নার্সিং সেবাদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি দিনরাত অত্যন্ত যত্নের সাথে আহতদের সেবায় কাজ করেছেন, অসুস্থ সৈন্যদেরও সেবা প্রদান করেছিলেন। সৈন্যদের স্ত্রীদের হাসপাতালের লন্ড্রির কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, সেখানে তারা পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করাসহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন। ঐ সময় কলেরা ও বিভিন্ন ধরনের ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসা ও নার্সিং সেবাকার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়েছিল, তিনি তাদের সেবার দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন, রোগীর সঠিক পরিচর্যা, গুণগত মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ চিকিৎসা সেবায় প্রভূত উন্নয়ন করেন। হাসপাতালগুলোতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বাস্থ্যসেবায় নিজের জীবন চূড়ান্তভাবে উৎসর্গ করেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল'কে দক্ষতাপূর্ণ সেবাকাজের জন্যে' ইনস্টিটিউশন ফর সিক জেন্টেলওমেন' এর সুপারিনটেনডেন্ট পদে লন্ডনে নিয়োগ দেয়া হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৯০৭ সন' অর্ডার অব মেরিট' প্রাপ্ত প্রথম নারী। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর' ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস' পালিত হয়। আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসে তার জন্ম স্মরণ করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা করা হয়।

সমাজ সংস্কারক ও পরিসংখ্যানবিদ হিসেবেও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকা অনন্য। চিকিৎসা সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের চিন্তা, সেবা, উন্নয়ন ও পরিচর্যার ধরন সারা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে। নার্সিং সেবায় তার ব্যবহৃত মডেল অনুকরণীয়। চিকিৎসা ও নার্সিং সেবাজগতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর অবদান ও ত্যাগস্বীকার স্মরণীয় ও বরণীয়। আমাদের চারপাশ, বিদ্যালয় ও পরিবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা খুবই দরকার।

প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা

নিচের প্রশ্নের আলোকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় কী কী ভূমিকা রেখেছিলেন এবং বাইবেলের আলোকে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট করো।

১. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে কী নামে ডাকা হয়? তাকে কোন্ পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল?

২. চিকিৎসা ও নার্সিং সেবাকাজে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকা বর্ণনা করো।

৩. আন্তজার্তিক নার্স দিবস কত তারিখ? ঐ দিনে কী করা হয়?

উপহার ৪৬

খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র

পবিত্র বাইবেলের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের খ্রীষ্টমণ্ডলী বেশ কিছু চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। এইসব প্রতিষ্ঠান গুণগতমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প খরচে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে এবং সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের জন্যে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। এদের মধ্যে রয়েছে মেমোরিয়াল খ্রীষ্টান হাসপাতাল, ল্যাম্ব হাসপাতাল, ফাতিমা হাসপাতাল, ব্যাপ্টিষ্ট মিড মিশন হাসপাতাল, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল, সেন্ট মেরীস হাসপাতাল, তুমিলিয়া, খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা, করমতলা জেনারেল হাসপাতাল ও খ্রীষ্টিয়ান মিশন হাসপাতাল-রাজশাহী, বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল ইত্যাদি।

ছবি: মেমোরিয়াল খ্রীষ্টান হাসপাতাল

প্রশ্নের মাধ্যমে জানা

শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তোমাদের ধারণার গভীরতা জানতে চেষ্টা করবেন।

১. খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত কয়েকটি চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।

২. খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত চিকিৎসাসেবার ধরন বর্ণনা করো।

শিক্ষার মাধ্যমে সেবা

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় অনেক মানুষের যেমন বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তেমন শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খ্রীষ্টমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নটরডেম কলেজ-ঢাকা, নটরডেম কলেজ-ময়মনসিংহ, নটরডেম ইউনিভার্সিটি-ঢাকা, হলি ক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-ঢাকা, হলি ক্রস কলেজ-ঢাকা, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-ঢাকা, বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-ঢাকা, সেন্ট মেরীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর, ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়-ঢাকা, সেন্ট গ্রেগরীস হাই স্কুল এন্ড কলেজ-লক্ষ্মীবাজার, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-লক্ষ্মীবাজার, এসএফএক্স গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা, কেরি মেমোরিয়াল হাই স্কুল-দিনাজপুর, ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল-ঢাকা, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-বরিশাল, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বয়েজ হাই স্কুল ও গার্লস স্কুল-বরিশাল, সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুল এন্ড কলেজ-দিনাজপুর, সেন্ট আলফ্রেডস হাই স্কুল-পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল, আওয়ার লেডী অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা, অক্সফোর্ড মিশন হাই স্কুল, বরিশাল ইত্যাদি।

ছবি: হলি ক্রস কলেজ-ঢাকা

এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সাথে সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে যেমন- কম খরচে গুণগত মানের শিক্ষা প্রদান, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহায়তা করা, পিছিয়ে পড়া ও মেধাবীদের জন্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ছবি: ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল

পবিত্র বাইবেল থেকেও শিক্ষার মাধ্যমে সেবা প্রদান বিষয়ে শিক্ষক আলোচনা করবেন। পবিত্র বাইবেল এর হিতোপদেশ ২২:৬ পদে লেখা আছে, "ছেলে বা মেয়ের প্রয়োজন অনুসারে তাদের শিক্ষা দাও, সে বুড়ো হয়ে গেলেও তা থেকে সরে যাবে না।" পবিত্র বাইবেল লোকদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে নির্দেশনা প্রদান করে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতিগোষ্ঠী সমাজ বিনির্মাণে খুব সহজেই বিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। সমাজ গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ প্রয়োজন। সমাজ মানুষের কাছে বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রত্যাশা করে। সুশিক্ষা দিয়ে তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই বাইবেলে লেখা আছে শিশুদের সুশিক্ষা প্রদান করা হলে সেই শিক্ষা আমৃত্যু তারা ধরে রাখতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান ধারণ করে ও অভিজ্ঞতাগুলো সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে সকলের সাথে মিলেমিশে বসবাস করা সহজ হয়ে যাবে। বিশেষভাবে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

শিক্ষক তোমাদের যা বলবেন

তুমি তোমার নিজ এলাকায় শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কী কী কাজ করতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো। কাজগুলো করার মাধ্যমে তুমি অনেক আনন্দ খুঁজে পাবে অন্যদিকে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। তুমি তোমার নিজ এলাকায় নিচের কাজগুলো করতে পারো। এছাড়াও তুমি সহজে করতে পারো এমন কিছু কাজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারো।

ক. নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাসেবা প্রদান করা।

খ. বিনামূল্যে শিক্ষা-উপকরণ বিতরণ করা।

গ. অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।

ঘ. নিজ এলাকার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

ভেবে উত্তর দিই

১. কীভাবে নিজ এলাকা ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় লেখো।

২. খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষায় যাদের ভূমিকা রয়েছে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।

এসো ভেবে লিখি

শিক্ষাসেবা ও চিকিৎসাসেবার কার্যক্রম গুরুত্ব উপলব্ধি করে তুমি তোমার নিজ এলাকায় কোন কোন কাজ করতে পারো সে বিষয়ে চিন্তা করো। তুমি সহজে করতে পারো এমন কাজগুলো চিহ্নিত করো। তোমাদের চিন্তার সহায়তার জন্যে শিক্ষক তোমাকে কিছু ধারণা প্রদান করবেন। যেমন- নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও নিজ এলাকার পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন রাখা কার্যক্রম ইত্যাদি।

উপহার ৪৭-৪৮

উপস্থাপনের তথ্যবিবরণী

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপস্থাপনের পূর্বে ভালোভাবে খেয়াল করো যে নিচের কাঠামো অনুযায়ী তুমি তোমার উপস্থাপনা তৈরি করেছ কি না। তুমি যদি নিচের কাঠামো অনুযায়ী উপস্থাপনের বিবরণীটি তৈরি করো তাহলে তোমার জন্যে উপস্থাপন করতে সহজ হবে।

শিরোনাম

তুমি তোমার এলাকায় যে কাজটি করেছ সে কাজের একটি শিরোনাম লেখো।

সূচনা

যেখানে তুমি কাজটি করেছ তার বিবরণী একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে লেখো।

ভালো কাজটির বর্ণনা

তুমি যে কাজটি করেছ তা কয়েকটি অনুচ্ছেদে লেখো যেমন- কাজটি কত তারিখ করেছ, কখন কাজটি করেছ, কী কাজ করেছ, কীভাবে করছো ও কাজের বিস্তারিত বিবরণী উল্লেখ করো।

ভালো কাজটি বাছাই করার কারণ

কেনো তুমি এই ভালো কাজটি করেছো তা একটি অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে লেখো।

শিক্ষার প্রতিফলন

কাজটি করার মাধ্যমে যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তা একটি অনুচ্ছেদে লেখো।

উপস্থাপনের বিষয়টিকে আনন্দ এবং উৎসাহ দেয়ার জন্যে শিক্ষক একটি ব্যানার তৈরি করবেন। যে ব্যানারে সুন্দর করে ‘উপস্থাপন’ কথাটি লেখা থাকবে। ব্যানারটি শ্রেণিকক্ষে তোমরা যেখানে উপস্থাপন করবে তার পিছনে টাঙিয়ে দেয়া হবে। ব্যানারটি রঙিন করা হবে।

উপস্থাপন

শিক্ষাসেবা কার্যক্রম ও চিকিৎসাসেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীর নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাসেবা প্রদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও নিজ এলাকার পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন রাখা কার্যক্রম অথবা তুমি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজ দুটি করেছ, তার মধ্য থেকে যে কাজটি উপস্থাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করো সেই কাজটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। পর্যায়ক্রমে তোমাদের সকলকেই উপস্থাপন করতে হবে। যদি দলগতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশনা থাকে তাহলে দল থেকে একজনকে উপস্থাপন করতে হবে।

উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষক তোমাকে ফিডব্যাক দেবেন।

উপহার ৪৯

ছবিতে উৎসব

প্রিয় শিক্ষার্থী, সেশনের শুরুতে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো ।

আজকের সেশনে তুমি সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বিষয়ের কিছু স্থির চিত্র দেখবে । তুমি ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখো। ছবিগুলো দেখতে তোমার কোনো সমস্যা হলে শিক্ষককে জানাবে।

ছবি: অমর একুশে বইমেলা

ছবি: বৈশাখি মেলা

ছবি: দুর্ঘটনা

ছবি: বড়দিন

শিক্ষক তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে ভিপ কার্ড, পেন্সিল ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ আঠা দেবেন। তুমি স্থির চিত্রের ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করে তোমার ধারণাগুলো ভিপ কার্ডে লিখে রেখো। ভিপ কার্ডের নমুনা এখানে দেয়া হলো।

ভিপ কার্ড

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেশনটি শেষ করবে।

উপহার ৫০-৫১

দলগত কাজ

শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো ।

এ সেশনে তোমরা একটি দলগত কাজ করবে। এ কাজের জন্যে শিক্ষক তোমাদের প্রত্যেকটি দলে প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী যেমন পোস্টার-পেপার, ভিপ কার্ড, পেন্সিল, মার্কার, আঠা, পিন ইত্যাদি সরবরাহ করবেন।

তোমাদের সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ হবে। তোমরা ১, ২, ৩ ...এভাবে গণনা করবে। একই সংখ্যার সকলে মিলে একেকটি দল গঠন করবে। প্রতিটি দলকে একটি করে পোস্টার দেয়া হবে। পূর্বের সেশনের ভিপ কার্ডগুলো পোস্টারের বামপাশে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেবে। নিজের উপলব্ধির সাথে অন্যের ভিন্ন ভাবনা যুক্ত করে নেবে। প্রাপ্ত ধারণার আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে দলগত আলোচনা করবে। উত্তরগুলো পোস্টারের ডানপাশে লিখবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. তোমরা কোন্ কোন্ উৎসব, অনুষ্ঠান বা ঘটনার ছবি দেখেছো?

২. ছবিগুলোতে কোন্ কোন্ শ্রেণি, পেশা বা ধর্মের মানুষ আছেন?

৩. ছবিতে তারা কী করছেন?

৪. ছবিগুলো থেকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির কী চিত্র দেখতে পাওয়া যায়?

এরপর পোস্টার পেপারগুলো মার্কেট প্লেস (market place) করো। একদলের কাজ অন্য দল পরিদর্শন করো। পরিদর্শনকালে কোনো দলের কাছে যদি প্রশ্ন থাকে তা জিজ্ঞেস করো। অন্য দল থেকে যদি নতুন কোনো চিন্তা পাওয়া যায় তাহলে তা নিজ দলের লেখার সাথে যুক্ত করো। প্রত্যেক দল শ্রেণিকক্ষে চিন্তাগুলো উপস্থাপন করো।

বাড়ির কাজ

তোমরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব (বড়দিন, ঈদ, দূর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা) সম্পর্কে পরিবারের মা-বাবা/ অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে ।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে সেশনটি সমাপ্ত করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

উপহার ৫২

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সহাবস্থান

প্রিয় শিক্ষার্থী, সহপাঠীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করো।

তোমরা এ সেশনে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের আলোকে কয়েকটি দলে ভাগ হবে। প্রত্যেক দলের জন্যে একজন করে দলনেতা নির্বাচন করবে। তোমরা একটি খেলায় অংশগ্রহণ করবে। খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিষয়ে শিক্ষক তোমাদের বলবেন। তিনি তোমাদের খেলার কাজে ব্যবহৃত উপকরণ সরবরাহ করবেন।

চিরকুটের খেলা

শিক্ষক তোমাদের জন্যে চিরকুটে চারটি প্রশ্ন লিখে রাখবেন। নমুনা প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ-

১. ধর্মীয় উৎসবে লোকেরা কী কী করে?

২. আমাদের সমাজে ধর্মীয় উৎসবের গুরুত্ব কী?

৩. ধর্মীয় উৎসবগুলো কীভাবে লোকদের একত্রিত করে?

৪. মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় উৎসবগুলোর ভূমিকা কী?

তোমরা দলে বসে চিরকুটের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনার শেষে দলনেতাগণ প্রশ্নগুলোর উত্তর পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের উপযুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখো । প্রতিটি দল অন্যদলের লেখা পড়ো। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা রাখছে– তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে উপস্থাপন করবে।

দলের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শেষ করো।

উপহার ৫৩

সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি

সকলকে শুভেচ্ছা দিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো।

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

শিক্ষক তোমাদের জন্যে শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল এবং শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহে রাখবেন।

এ সেশনে তোমরা সক্কেয়ের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি পড়বে। তোমরা প্রত্যেকে নিরবে প্রথমে বাইবেলের নির্ধারিত অংশটুকু পড়। তোমাদের কারও যদি পড়ার ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে শিক্ষককে জানাবে। তোমাদের জন্যে শিক্ষক আবার পড়ে শুনাবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন। তোমরা শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো ।

সক্কেয়ের মন পরিবর্তন

লূক ১৯:১-১০

'যীশু যিরীহো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সক্কেয় নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধান কর-আদায়কারী এবং একজন ধনী লোক। যীশু কে, তা তিনি দেখতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেঁটে ছিলেন বলে ভিড়ের জন্য তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি যীশুকে দেখবার জন্য সামনে দৌড়ে গিয়ে একটা ডুমুর গাছে উঠলেন, কারণ যীশু সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। যীশু সেই ডুমুর গাছের কাছে এসে উপরের দিকে তাকালেন এবং সক্কেয়কে বললেন, "সক্কেয়, তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ তোমার বাড়ীতে আমাকে থাকতে হবে। সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে আসলেন এবং আনন্দের সংগে যীশুকে গ্রহণ করলেন। এ দেখে সবাই বকবক করে বলল, "উনি একজন পাপী লোকের অতিথি হতে গেলেন।" সক্কেয় সেখানে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বললেন, "প্রভু, আমি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরীবদের দিয়ে দিচ্ছি এবং যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।" তখন যীশু বললেন, "এই বাড়ীতে আজ পাপ থেকে উদ্ধার আসল, কারণ এও তো অব্রাহামের বংশের একজন। যারা হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজ করতে ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন।"

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু খ্রীষ্ট সকল শ্রেণির লোকদের সংগে ওঠাবসা, চলাফেরা ও খাওয়া দাওয়া করতেন। সকলের সাথে সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করতেন। তিনি সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণির মানুষদের সংগে মিশতেন, সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। যিশুর সময় ইস্রায়েল ও যিহুদিদের মধ্যে অনেক গোত্র ও শ্রেণিপেশার লোক ছিল। এক শ্রেণির লোকেরা অন্য শ্রেণির লোকদের পছন্দ করতেন না এবং তাদের মাঝে কোনো সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল না।

সক্কেয় পেশায় একজন করগ্রাহী ছিলেন। তাই ফরিশী ও অন্যান্য লোকেরা তাকে পাপী হিসেবে বিবেচনা করতেন। এ কারণে তার সংগে মেলামেশা, চলাফেরা ও খাওয়া দাওয়া করতেন না। যীশু খ্রীষ্ট সক্কেয়'র সংগে দেখা করলেন, তার বাসায় খাওয়া দাওয়া করলেন। সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সক্কেয়'র বাড়িতে যাওয়ায় লোকেরা যীশুর সমালোচনা করছিলেন এবং বলেছিলেন 'উনি একজন পাপী লোকের অতিথি হতে গেলেন' (১৯:৭ পদ)। কিন্তু যীশুর সম্প্রীতি দেখে সক্কেয়র মন পরিবর্তন হলো । তিনি দাঁড়িয়ে প্রভু যীশুর সামনে পাপ স্বীকার করলেন, তার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরিবদের দিলেন এবং যাদের ঠকিয়েছিলেন তাদের চারগুণ ফিরিয়ে দিলেন। সক্কেয় অনন্ত জীবন পেলেন এবং অন্যান্য লোকদের সাথে তার সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেলো যীশুর মাধ্যমে।

বাড়ির কাজ

তুমি কতটা মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি শুনেছো এবং বুঝেছো তা একটি বাড়ির কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করো। বাইবেলে পঠিত অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর তুলনামূলক একটি তালিকা প্রস্তুত করে পরবর্তী সেশনে জমা দেবে।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে সেশনটি শেষ করো।

উপহার ৫৪

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা

তোমার পাশের বন্ধুর সাথে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো। এ সেশনেও শিক্ষক তোমাদের জন্যে শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল ও শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহে রাখবেন।

বাইবেলের নির্ধারিত অংশটুকু তোমরা নিজেরা দুই/তিন বার পড়ো। পরে শিক্ষক তোমাদের সকলের জন্যে আরেকবার পড়বেন এবং ব্যাখ্যা করবেন। তুমি মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের পড়া ও ব্যাখ্যা শুনবে।

সমস্ত লোকের প্রতি ঈশ্বরের এবং যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা

যোহন ৩:১৬

“ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবাসলেন যে, তার একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।”

১ যোহন ৩:১৬

“খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, তাই ভালবাসা কি তা আমরা জানতে পেরেছি। তাহলে ভাইদের জন্য নিজের প্রাণ দেয়া আমাদেরও উচিৎ।”

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বর সকল মানুষকে ভালোবাসেন। ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা । ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীর সকল মানুষ যেনো পরিত্রাণ পায়। কেউ যেন বিনষ্ট না হয়। এ জন্যে ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে তাঁর একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন, যেন পুত্রকে বিশ্বাস করে সকলে জীবন পায়। যীশু খ্রীষ্টকে এ পৃথিবীতে পাঠানোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে ভালোবেসে ক্রুশে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যেন আমরা তাঁর ভালোবাসা বুঝতে পারি। তাঁকে বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন পেতে পারি। যীশু আমাদেরকে শুধু জীবন দিতেই নয়, পরিপূর্ণ জীবন দিতে এসেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট চান যেনো আমরাও একজন অন্যজনকে ভালোবাসি। আমরা অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের শিষ্য হতে পারি। যীশু আমাদের ভালোবেসেছেন এবং অন্যদের ভালোবাসতে বলেছেন। অন্যদের ভালোবাসা

মানে যীশুকেই ভালোবাসা। অন্যের সেবা করা মানে যীশুরই সেবা করা। আমরা যখন ক্ষুধার্তকে খাবার দিই, তৃষ্ণার্তকে পানি দিই, বস্ত্রহীনকে কাপড় দিই, গৃহহীনকে আশ্রয় দিই, অসহায়কে সাহায্য করি, অসুস্থ লোকের সেবা করি, বন্দিকে দেখতে যাই এবং অতিথির সেবা করি, তখন আমরা যীশুরই সেবা করি।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

প্রেরিত ২:১৬-২১

‘এটা সেই ঘটনার মত যার কথা নবী যোয়েল বলেছিলেন যে, ঈশ্বর বলছেন, শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে। এমন কি, সেই সময়ে আমার দাস ও দাসীদের উপরে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা নবী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে। আমি উপরে আকাশে আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা দেখাব, আর নীচে পৃথিবীতে নানারকম চিহ্ন দেখাব, অর্থাৎ রক্ত, আগুন ও প্রচুর ধূমা দেখাব। প্রভুর সেই মহৎ মহিমাপূর্ণ দিন আসবার আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে ও চাঁদ রক্তের মত হবে। রক্ষা পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকবে সে রক্ষা পাবে।’

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম থেকে তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত সময়কে শেষকাল বলা হয়। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন থেকে অনন্তকাল শুরু হবে। আমরা এখন শেষকালে আছি। ঈশ্বর এ শেষকালে সকল বয়সের এবং শ্রেণির লোকদের মধ্যে তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন। তিনি ছেলে, মেয়ে, যুবক, যুবতী, বুড়ো, বুড়ি , দাস, এবং দাসী সকলের উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন যেন সকলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকতে পারে। তারা বিভিন্ন কাজ করলেও, ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় একসাথে মিলেমিশে কাজ করবে। ঈশ্বর চান যেন আমরা সকলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকি। তিনি চান যেন আমরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ জীবন যাপন করি এবং যতদূর সম্ভব আমরা যেন সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকি। কারণ সকলের সংগে শান্তিতে সহাবস্থানে থাকা আমাদের জন্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ জন্যে আমাদের ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হবে।

খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, হোস্টেল ও অনাথআশ্রম আছে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা একসংগে অবস্থান করছে। তারা সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নিজেদের উন্নয়ন করছে।

পরমতসহিষ্ণুতা

১ পিতর ৩:১৫-১৬

“যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক। কিন্তু মৃদুতা ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সৎবিবেক রক্ষা কর, যেন যাহারা তোমাদের খ্রীষ্টগত সদাচরণের দুর্নাম করে, তাহারা তোমাদের পরিবাদ করণ বিষয়ে লজ্জা পায়।”

পবিত্র বাইবেলের এই অংশে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে অন্তরস্থ প্রত্যাশার বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। অন্যের সাথে মৃদুতা ও সম্মানের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান রেখে কথা বলতে বলা হয়েছে। একজন বিশ্বাসী যখন অন্যের সাথে সদাচরণ করে, তখন আমাদের খ্রীষ্টগত আচরণের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়। আমরা পরমতসহিষ্ণুতার বিষয়ে আরও একটি বাইবেলের পদ দেখি।

১ পিতর ২:১৭

“সব লোককে সম্মান কর, তোমাদের বিশ্বাসী ভাইদের ভালবাস, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, সম্রাটকে সম্মান কর।”

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

পবিত্র বাইবেলের এই অংশে ঈশ্বর আমাদের জীবনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলেছেন।

প্রথমত, ঈশ্বর সকল মানুষকে সম্মান করতে বলেছেন। সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং সকলেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্প্রদানযোগ্য গুণাবলির অধিকারী। তাই ঈশ্বর বলেছেন যে, আমাদের সকল মানুষকে সম্মান করতে হবে এবং পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। এই শাস্ত্রাংশে সকল মানুষ বলতে সকল ধর্মের, বর্ণের, সম্প্রদায়ের ও পেশার লোকদের বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আজকাল আমরা আমাদের ব্যক্তিগত মতামতকে যতটা বেশি প্রাধান্য দেই, অন্যের মতামতকে ততটা গুরুত্ব দেই না। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের অন্যের মতামতকে গুরুত্ব ও সম্মান করতে বলেছেন, কারণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর আমাদের ভ্রাতৃ সমাজকে প্রেম করতে বলেছেন। এখানে ভ্রাতৃসমাজ বলতে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলকে বুঝিয়েছেন। বিশ্বাসীদের দেশ, জাতীয়তা, ভাষা, রং, শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন আমরা যেন সকলকে সম্মান করি ও সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেই।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর আমাদের তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতে বলেছেন। ঈশ্বর হলেন সকল মানুষের স্রষ্টা। তাই তাঁকে ভক্তি করে চলা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

চতুর্থত, ঈশ্বর আমাদের রাজাদের সম্মান করতে বলেছেন। অর্থাৎ আমরা যে দেশে বাস করি সেই দেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষকে সম্মান করা। সরকারের মতামতকে সম্মান করা, দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, সকল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ।

পরমতসহিষ্ণুতা খ্রীষ্টিয় শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যের মতামত শোনা এবং সম্মান করা প্রত্যেকটি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর জন্যে পালনীয়। এই জন্যে যতদূর সম্ভব আমরা যেন অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, পরস্পরের সাথে শান্তি রক্ষা করি এবং নম্রভাবে অন্যদের সাথে কথা বলি। যখন কেউ আমাদের বিশ্বাসের বিষয় জিজ্ঞেস করে, আমরা যেন নম্রভাবে, মৃদুভাবে, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করি। অন্যে দুঃখ পায় বা অন্যকে আঘাত দিয়ে আমরা যেন কখনও বলি। এমনভাবে আঘাত করে যেন কারো সাথে কথা না বলি। আমাদের আচরণে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

তালিকা তৈরি করি

প্রিয় শিক্ষার্থী, পরমতসহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার জন্যে বাইবেলের শিক্ষার আলোকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষেত্রে সকলের ভিন্ন ভিন্ন মতকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় তার একটি পরিকল্পনা তোমাকে তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনাটি তৈরি হলে কীভাবে কাজটি করেছ সেই বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে একেকজন উপস্থাপন করো।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার শুভকামনা করে সেশন শেষ করো।

উপহার ৫৫-৫৬

সম্প্রীতি মেলা

শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ সেশনে তোমরা একটা মেলার আয়োজন করবে। এ জন্যে তোমরা প্রধান শিক্ষক, অষ্টম শ্রেণির সকল ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে মেলার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করো। মেলা শেষে একটি দেয়ালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে।

পরিকল্পনা

মেলায় কয়টি স্টল বসবে, স্টলগুলোতে কী কী থাকবে সেই বিষয় আলোচনা করে তোমরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করো। মেলায় তোমার কী ভূমিকা থাকবে তাও জেনে নেবে। মেলা থেকে অর্জিত অর্থ তোমরা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার খরচ হিসেবে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া, অবশিষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষ রোপণের জন্যে ব্যয় করবে।

আমন্ত্রণপত্র

তোমাদের মা-বাবা, অভিভাবক, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে মেলায় অংশগ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ দিবে। শিক্ষক আমন্ত্রণপত্র সরবরাহ করবেন। তোমরা তোমাদের মা-বাবা, অভিভাবক, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনকে বলো যে তারা নির্দিষ্ট দিনে মেলা উপভোগ করতে পারবেন। মেলায় প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষককে আমন্ত্রণ করো।

মেলার দিন

মেলা শুরুর পূর্বে তোমাদের কোনো সহযোগিতা লাগে কী না তা জেনে নেবে । তোমরা যারা মেলার আয়োজন করছো সকলে মেলার দিন অবশ্যই উপস্থিত থেকো। মেলার উপকরণ, সাজসজ্জা, আমন্ত্রিত অতিথিদের আসন ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত করতে হবে।

মেলার শুরুতে তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের পরিচয় দেবে। আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষার্থীর মা-বাবা, অভিভাবকের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবে। তোমরা কয়েকজন মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। প্রধান অতিথিকে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্যে আহবান করো। তোমরা প্রয়োজনে শিক্ষকের কাছাকাছি থেকে মানসিক শক্তি নেবে। তোমরা কেউ ভয় পাবে না। মেলা পরিচালনার সময়ে সকলের সাথে ভালোভাবে কথা বলো ও ব্যবহার করো। দর্শকরা যেন শৃঙ্খলার সাথে ও শান্তিপূর্ণভাবে মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করো।

মেলা শেষে

মেলা আয়োজনে অংশগ্রহণকারী সহপাঠী, আগত অতিথি, মা-বাবা, অভিভাবকগণকে ধন্যবাদ জানাবে। তোমরা সকলের উদ্দেশ্যে বলো যে খ্রীষ্টধর্মে পবিত্র বাইবেলে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার জন্যে পরমতসহিষ্ণু হওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমরা এই মেলার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

দেয়ালিকা তৈরি ও উপস্থাপন

বাইবেলের শিক্ষা এবং সম্প্রীতি মেলার আলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার জন্যে কী কী ভাবে পরমতসহিষ্ণু হতে পারো সেগুলোর সমন্বয়ে দলগতভাবে একটি দেয়ালিকা তৈরি করো। দেয়ালিকাটি তৈরি করার জন্যে বাড়ি থেকে মনীষীদের উক্তি, কবিতা, গল্প এবং স্বরচিত গল্প ও কবিতা প্রস্তুত করে এনো। দেয়ালিকাটি তৈরি হলে শ্রেণিকক্ষে তা উপস্থাপন করো।

শিক্ষক ও সহপাঠীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করো।

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্যে রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট/খ্রীস্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট/ক্রাইস্‌ট্‌)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজাস্‌/জীসাস্‌)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিস্টধর্ম/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্টধর্ম	Christianity (ক্রিসটিঅ্যানাটি/ ক্রিসচিয়ানিটি)
খ্রীষ্টান	খ্রিস্টান/খ্রীস্টান/খ্রিষ্টান/খ্রিস্তান/খ্রীশ্চান	Christian (ক্রিস্‌ চান্‌/ক্রিশ্চিয়ান/ক্রিস্‌টিয়ান্‌)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্‌/এইব্রাহাম্‌)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebrew (হীব্রু)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্‌)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্‌/থমাস্‌)
দায়ূদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্‌)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (নাজারেথ্‌/নাজারথ্‌)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/ জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্‌ রিভার্‌)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম্‌/যেরুশালেম)
যিহূদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (যু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্‌/জোসেফ্‌)
যোহন	জন	John (জন্‌)
লূক	লুক	Luke (লক্‌)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্‌	Samaritan (সামারিটান/সাম্যারিটান্‌)
শিমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)

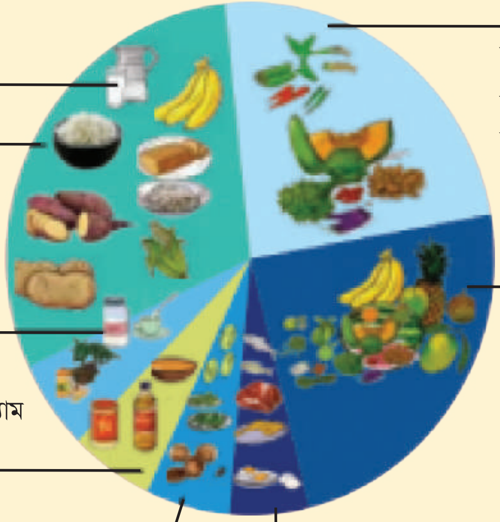

রোগ প্রতিরোধে সুষম খাবার

চাহিদা অনুযায়ী শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য উপাদান যতটুকু দরকার আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই উপাদানগুলো ততটুকু থাকলেই তা সুষম খাদ্য।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অন্তরে যারা পবিত্র– ধন্য তারা
– বাইবেল

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য